আমেরিকা-ইসরায়েলকে কঠোর জবাব দেওয়া হবে: খামেনি

● ● ● ●

সারে-জমিন

দুই প্রতিবন্ধী সন্তানকে নিয়ে চরম দারিদ্রতায় চাষি পরিবার

রূপসী বাংলা

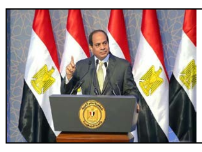

সিসি ছেলের ক্ষমতায় বসার পথ পাকা করছেন

সম্পাদকীয়

তৃণমূল নেতাকে 'তোলা' না দেওয়ায় দোকানে আগুন

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
৪ নভেম্বর, ২০২৪
১৯ কার্তিক ১৪৩১
১ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

নিউজিল্যান্ডের কাছে পরপর তিনটি টেস্টে লজ্জার হার!

● ● ● ●

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 297 ■ Daily APONZONE ■ 4 November 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

মমতার ভাইফোঁটার তালিকায় বাবুন, ফিরহাদ

আপনজন ডেস্ক: প্রতি বছরের মত এবারও কালীঘাটের বাড়িতে সাড়ম্বরে ভাইফোঁটা দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর ভাইফোঁটার তালিকায় নিজের ভাই থেকে শুরু করে মেয়র ফিরহাদ হাকিম, প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে ডেরেক ও'ব্রায়েন কেউই বাদ যাননি। এদিন ভাই বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কপালে ভাইফোঁটা দিয়ে তার সঙ্গে এতদিন উদ্ভূত দূরত্ব ঘোচান। মুখ্যমন্ত্রীর ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে তাই হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান মিলে এক সম্প্রীতির মিলন মেলা সৃষ্টি হয়। অপরদিকে, তৃণমূলের রাজনৈতিক নেতা মন্ত্রীদের ভিড় দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে। ছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি সহ দলের শীর্ষ নেতারাও। এদিন 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, মঙ্গলদ্বীপে জ্বলুক শিখা' শীর্ষক একটি গানও প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওয়াকফ সংশোধনী বিল দেশে মুসলিমদের ধর্মীয় পরিচয় মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র: আরশাদ মাদানি

সমাবেশে ক্বারী শামসুদ্দিন, মাওলানা সাইফুল্লাহ রহমানি, মাওলানা মুজাদ্দিদি, মাওলানা আরশাদ মাদানি।

আপনজন ডেস্ক: জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দের পক্ষ থেকে সংবিধান রক্ষার বিষয়ে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি ইনডোর স্টেডিয়ামে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ এর আহ্বানে 'ভারতীয় সংবিধান সুরক্ষা' শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল রবিবার। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সর্বভারতীয় সভাপতি মাওলানা আরশাদ মাদানির নেতৃত্বে আহুত এই সমাবেশের লক্ষ্য ছিল দেশের সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে মুসলিম নেতৃত্বকে এক মঞ্চে জড়ো করার বার্তা দেওয়া। মেমারি মাদ্রাসার মুহতামিম তথা জমিয়তে উলামার কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ক্বারী শামসুদ্দীন আহমাদের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে এদিনের সমাবেশ শুরু হয়। এই সমাবেশে মাওলানা আরশাদ মাদানি দেশে ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, সরকার দেশের সাংবিধানিক মূল্যবোধকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে এমন পদক্ষেপ নিচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিষয়ে বিশেষভাবে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, এই বিলের মাধ্যমে ওয়াকফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, যার লক্ষ্য মুসলমানদের ধর্মীয় পরিচয় মুছে ফেলা। মাওলানা মাদানি বলেন, সরকারকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে ওয়াকফ সম্পত্তি শুধু সম্পত্তি নয় বরং মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও পরিচয়ের অংশ। মাদানি বলেন, ওয়াকফ আমাদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং এটি আল্লাহর মালিকানার একটি অংশ, যার উপর মসজিদ নির্মিত হয়েছে। আপনাদের (সরকার) উচিত তাদের রক্ষা করা, কারণ আমরা এই দেশে থাকি এবং আমরা বাইরে থেকে আসিনি। একজন হিন্দু যদি গুজ্জর হয়, তাহলে একজন মুসলমানও গুজ্জর... হিন্দুরা জাঠ; মুসলমানরাও জাঠ। তারা স্লোগান দেয় যে হিন্দু, মুসলিম এবং শিখরা পৃথক, কিন্তু আমরা বলি যে 'হিন্দু, মুসলিম, শিখ এবং খ্রিস্টানরা সব হ্যায় ভাই ভাই'। তিনি বলেন, 'দিল্লিতে এমন অনেক মসজিদ রয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটি ৪০০-৫০০ বছরের পুরনো। ভারতে একটি মহল আছে যারা এসব মসজিদ দখল করতে চায়। ৫০০ বছরের পুরনো নথি কে দিতে পারে? আইনে বলা আছে, ওয়াকফের জমিতে নির্মিত যে কোনও মসজিদই ওয়াকফের। এদিনের 'সংবিধান বাঁচাও কনভেনশন'-এ জমিয়ত প্রধান মাওলানা আরশাদ মাদানি আরও বলেন, দেশের মানুষ বিজেপিকে পরাজিত করেছে। তারা তাদের নীতি গ্রহণ করেনি। এই সরকার দুটি ক্রাচের উপর নির্ভরশীল একটি শক্তিশালী চন্দ্রবাবু এবং অন্যটি বিহারের নীতীশ কুমার। আমি তাকে (নাইডু) আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম; তিনি ক্ষমা চাইলেও তার দলের সহ-সভাপতি নবাব জানকে পাঠিয়েছেন। আমি এটিকে ইতিবাচকভাবে দেখছি, কারণ তিনি এখানে সমবেত জনগণের অনুভূতি প্রকাশ করবেন। মাদানি জোর দিয়ে বলেন, মুসলিমদের আবেগকে উপেক্ষা করে যদি ওয়াকফ বিল পাস করা হয়, তবে এটি কেন্দ্রের অন্যান্য শক্তির মতো ক্রাচেরও দায়িত্ব হবে। জমিয়ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই মাসের শেষে বা ডিসেম্বরে তারা চন্দ্রবাবু নাইডুর "এলাকায়" প্রায় পাঁচ লক্ষ মুসলমানের একটি সমাবেশ করবে এবং তার সামনে মুসলমানদের অনুভূতি তুলে ধরবে।
এদিনের সমাবেশে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সভাপতি মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানি ওয়াকফ বিলকে মুসলমানদের পরিচয়ের জন্য হুমকি বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, এই বিল পাস হলে মুসলমানদের মসজিদ, ঈদগাহ ও অন্যান্য ধর্মীয় স্থান সম্পর্কে প্রমাণ দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে। এমনকি ৮০০ বছরের পুরানো মসজিদকেও রক্ষা করবে না।

প্রধান বিচারপতির অবসরের আগে শেষ রায় আলিগড়ের সংখ্যালঘু মর্যাদা নিয়ে!

আপনজন ডেস্ক: দেশের সর্বোচ্চ বিচার বিভাগীয় অফিসে তার এক সপ্তাহ সময় বাকি থাকতে, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এখনও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেননি। সিজেআই চন্দ্রচূড় অফিসের পদত্যাগের আগে মূল রায়গুলি এখনও ঘোষণা করা হয়নি।
আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যালঘু চরিত্র নিয়ে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন সাংবিধানিক বেঞ্চ রায়দান স্থগিত রেখেছিল। সাত বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ ২০০৬ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টের ১৯৮১ সালের সংশোধনীতে এলাহাবাদকে সংখ্যালঘু মর্যাদা দেওয়ার যে রায় দিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে একটি রেফারেন্সের শুনানি চলছিল। ১৯৬৭ সালের আজিজ বাশা মামলায় পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ জানিয়েছিল, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধনী) আইন, ১৯৮১ অনুসারে সংসদ এই প্রতিষ্ঠানকে সংখ্যালঘু মর্যাদা দিয়েছে।
মৌখিক যুক্তিতর্ক চলাকালীন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় মৌখিকভাবে বলেছিলেন, কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের তৈরি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বলে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সংখ্যালঘু মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা যায় না।আজ, একটি নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রে, কিছুই নিরঙ্কুশ নয়। প্রশাসনের অধিকার একটি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলেই প্রতিষ্ঠানের সংখ্যালঘু চরিত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। এছাড়া প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ সম্প্রতি এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একগুচ্ছ আবেদনের বিষয়ে তার রায় সংরক্ষণ করেছে, যা উত্তরপ্রদেশ বোর্ড অফ মাদ্রাসা শিক্ষা আইন, ২০০৪-কে অসাংবিধানিক ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির লঙ্ঘন বলে বাতিল করেছিল।এর আগে ৫ এপ্রিল বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করেছিল যে এলাহাবাদ হাইকোর্ট মাদ্রাসা আইনের বিধানগুলিকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছে এবং তারা যে মতামত নিয়েছিল তা প্রাথমিকভাবে সঠিক নয়।
মাদ্রাসা আইন, ২০০৪-এর বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একজন আইনজীবীর দায়ের করা একটি জনস্বার্থ মামলার (পিআইএল) রায় দিতে গিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্ট ২২ মার্চের আদেশে বলে, উত্তরপ্রদেশের মাদ্রাসা আইনটি ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি, ভারতীয় সংবিধানের ১৪, ২১ এবং ২১-এ অনুচ্ছেদ এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আইনের ২২ নম্বর ধারা লঙ্ঘন করে। উত্তরপ্রদেশ সরকারকে মাদ্রাসা পড়ুয়াদের নিয়মিত স্কুলে ভর্তি করার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেয়। সেই মামলারও চূড়ান্ত রায় দেবেন প্রধান বিচারপতি।
অন্যদিকে এলএমভি শ্রেণির গাড়ি চালাতে লাইট মোটর ভেহিকল (এলএমভি) লাইসেন্সধারীদের আলাদা অনুমোদনের প্রয়োজন আছে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন সাংবিধানিক বেঞ্চ।
এচাড়া দিল্লি রিজ এলাকায় গাছ কাটা নিয়ে রায় প্রদান করবেন প্রধান বিচারপতি। প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ আদালত অবমাননার আবেদন খারিজ করে বলে, শীর্ষ আদালতের অনুমতি না নিয়েই দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (ডিডিএ) শৈলশিরার উপর প্রচুর গাছ কেটে ফেলেছে। সেই মামলার চূড়ান্ত রায় দেবেন। তবে, সবার আগ্রহ এখন আলিগড় নিয়ে। তাই প্রধান বিচারপতি অবসরের আগে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যালঘু চরিত্রের পক্ষে রায় দেবেন কিনা সেটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সংখ্যালঘু সমাজ।

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা সহ সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা
আশ শিফা হসপিটাল
ASHSHEEFA HOSPITAL
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

GNM
(3 Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

অ্যাঞ্জিওগ্রাম
অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি
বেলুন সার্জারী
পেশমেকার

ডিরেক্টর
ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card

9123721642/9836001515

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণযোগ্য

প্রথম নজর

পাঁশকুড়ায় মদ্যপান করলে ৫০০০ টাকা জরিমানা

রাস্তার পাশে মদ্যপান করিবেন না।
যদি কোনো ব্যক্তি রাস্তার পাশে বসিয়া মদ্যপান করেন
উক্ত ব্যক্তিকে ৫০০১ টাকা জরিমানা দিতে হইবে।
প্রমান সহ ধরিয়া দিলে ১০০১ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।
সৌজন্যে - রাজসহর গ্রামবাসীবৃন্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● পাঁশকুড়া

আপনজন: অভিনব পোস্টার পড়ল পাঁশকুড়ায়, মদ্যপান বন্ধ করতে গ্রামবাসীদের অভিনব উদ্যোগ, মদ্যপান করলেই ৫০০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে বলে হুমকি। পাঁশকুড়ার মাইশোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজসহর গ্রামের রাস্তার ধারে দেওয়া হয়েছে একাধিক পোস্টার। তবে এ পোস্টার কেনো রাজনৈতিক পোস্টার নয়। রাস্তার ধারে মদ্যপান করা যাবে না। যদি কোনো ব্যক্তি রাস্তার ধারে প্রকাশ্যে মদ্যপান করেন তাহলে তবে তাকে ৫০০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে। যদি কোন ব্যক্তি ধরিয়ে দিতে পারে তাহলে তাকে এক হাজার টাকা পুরস্কৃত করা হবে। গ্রামের রাস্তার পাশে রয়েছে চাষযোগ্য জমি। চাষযোগ্য জমির পাশেই মদ্যপ হয়ে বসে মদ্যপান করে এবং মদ্যপান করার পর সেই বোতলগুলোকে ভেঙে ফেলে দেওয়া হয় কৃষি যোগ্য জমিতে। যার ফলে সমস্যায় পড়ছেন চাষীরা। চাষ করতে গেলে কাটছে পা হাত। প্রশাসনকে জানিয়েও মেলেনি কেনো সুরাহা। তাই তারা এমন পোস্টার দিতে বাধ্য হয়েছেন। এই পোস্টার লাগানো হয়েছে চাষের জমির আশেপাশে সমস্ত ল্যাম্প পোস্টে। চাষের জমির মধ্যে খুঁটি দিয়ে লাগানো হয়েছে মদ্যপ ব্যক্তিদের সাবধান করতে পোস্টার ও ব্যানার।

রক্তদান শিবির মাদ্রাসা চত্বরে

নুরুল ইসলাম খান ● ফুরফুরা

আপনজন: “রক্তদান মহৎ দান, রক্তদান জীবন দান, এক বোতল রক্ত বাঁচাতে পারে একটি মুমূর্ষ রোগীকে”। এই শ্লোগান কে পাথেয় করে শুক্রবার হুগলির ফুরফুরার তোড়লপুর জাঙ্গিলপুর জুনিয়র মাদ্রাসার নতুন ক্যাম্পাসে স্বেচ্ছায় একটি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। আহনাফ ফাউন্ডেশন উদ্যোগে ও মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনায় রক্তদান শিবিরে এদিন অসংখ্য পুরুষ এবং মহিলা শিবিরে রক্তদান করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কোলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী সৈয়দ মুর্শিদ ও নেসাব সরকার। শিবিরে রক্তদাতা মহিলাদের উপস্থিতি ছিল ব্যপক। আহনাফ ফাউন্ডেশনের সম্পাদক আবু তালহা আব্বাসী নিজে রক্তদান করে সকলকে উৎসাহ দেয়। তিনি বলেন বর্তমান ভারতবর্ষের সম্প্রদায়িক সম্প্রতির বড়ো উদাহরন হল রক্তদান উৎসব।

ওয়াকফ সম্পত্তি বাঁচাও সেমিনার লালগোলার আইসিআর হাইমাদ্রাসায়

SDPI
ওয়াকফ বাঁচাও
সেমিনার
3rd November 2024
স্থান - আই.সি. ... হাই মাদ্রাসা • সময়-
SOCIAL DEMOCRATIC ... OF INDIA (Lalgola

নিজস্ব প্রতিবেদক ● লালগোলা

আপনজন: মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নয়নের স্বার্থে সংরক্ষিত ওয়াকফ সম্পত্তি হাতিয়ে নিতে বিল নিয়ে আসছে কেন্দ্রীয় সরকার। সে বিলের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিরোধিতা হওয়া সত্ত্বেও সরকার পিছনে সরতে নারাজ। বিল নিয়ে আসার দিন থেকেই দেশব্যাপী বিক্ষোভ, সভা, মিছিল জাতীয় কর্মসূচি নিয়ে আসছে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া। রবিবার লালগোলার আই সি আর হাই মাদ্রাসায় ওয়াকফ বাঁচাও শিরোনামে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বলেন, দলের উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সদস্য জাকির হোসেন। ওয়াকফ সম্পত্তির ইতিহাস তুলে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি মাওলানা আশরাফুল হক। কোন কোন ক্ষেত্রে এ সম্পত্তি ব্যবহার যোগ্য, এর পরিমাণ কত, সরকারের ভূমিকা তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রাখেন ড. মাসুদ শেখ। তিনি ইমাম মোয়াজ্জেনদের উদ্দেশ্য করে বলেন, এই সম্পত্তি থেকেই আপনাদের ভাতা প্রদান করা হয়, আপনার জরুরিভাবে উচিত বৃহত্তম আন্দোলন গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা নেওয়ার। এই বিলকে রুখতে গেলে সিএএ-এনআরসি’র মতো আন্দোলন গড়ে তোলা ও প্রয়োজন জীবন বিলিয়ে দেওয়ার কথাও বর্ণনা করেন উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির কোষাধ্যক্ষ মাস্টার মনিরুজ্জামান। ওয়াকফ বাঁচাতে সেমিনারে আসা সকলকেই গ্রামে গ্রামে সচেতন শিবির করে বৃহত্তম আন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বান জানান লালগোলা বিধানসভা সভাপতি আবুল কাসেম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির সদস্য মো নজরুল ইসলাম আলি হোসেন প্রমুখ।

ওয়াকফ ও ওবিসি নিয়ে বিভেদ ভুলে এগিয়ে আসার আহ্বান

বঙ্গীয় সংখ্যালঘু পরিষদ
(বি/২৪, চৌবাগা ওয়েস্ট, এল পি ১৪/৪৫ কোলকাতা -৭০০১০০)

বাইজিদ মণ্ডল ● উস্থি

আপনজন: সমগ্র বিশ্বের সকল দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি ওয়াকাফ সম্পত্তি বিরাজমান। সংখ্যার নিরিখে সারা দেশে ৮,৭লক্ষ ওয়াকাফ সম্পত্তি আছে। যার পরিমাণ ৯.৪ লক্ষ একর। যেটা কোনও মুসলিম রাষ্ট্রেও এত পরিমাণ ওয়াকাফ সম্পত্তি নেই। ওয়াকাফ বিল বিরোধী ও ওবিসি সংরক্ষণ রক্ষার জন্য বঙ্গীয় সংখ্যালঘু পরিষদের ডাকে এবং মগরাহাট মিল্লি ইত্তেহাদ কমিটি, ওয়াকাফ বাঁচাও মঞ্চ, ও বিভিন্ন সংগঠনের সহযোগিতায় সংগ্রামপুর হাই স্কুল ও উস্থি হাট এলাকায় সচেতনতা শিবিরে এই তথ্য জানান উপস্থিত বক্তা ও বিশিষ্টজনরা। তারা জানান, বর্তমান কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার গত ৮ আগস্ট মুসলিমদের ওয়াকফ সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় ভাবে একটি বিল লোকসভায় উত্থাপন করেছে। এই ওয়াকফ সম্পত্তির মধ্যে আছে মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাহ, কবরস্থান, মাজার, পীরত্তোর সম্পত্তি, ইসলামিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। বক্তারা বলেন, বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ না হলে আমদের ওয়াকফ সম্পত্তি, ইসলামিক প্রতিষ্ঠান সহ কখনই আল্লাহর দেওয়া এই আমানতকে বাঁচাতে পারব না। ভারতের আইন ব্যবস্থাকে সম্মান জানিয়ে ও সংবিধানকে মর্যাদা দিয়ে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে এবং সাংবিধানিক ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার রক্ষা করতে সকলে এগিয়ে আসতে হবে।

এদিনের এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন খিদিরপুর কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল শামসুল আলম, প্রবীণ আইনজীবী ও রাজ্য হজ কমিটির প্রাক্তন সদস্য হাফিজুর রহমান, আইনজীবী আসফাক আহমেদ, সমাজ কর্মী ইমতিয়াজ মোল্লা, ড. জাহান আলী পুরকাইত, ড. সালেহা বেগম, চঞ্চল কুমার মাইতি, সমাজ কর্মী এ কে এম গোলাম মোর্তজা, আবুল কালাম, মোজাফফার হোসেন, মাস্টার সাবির, আব্দুল আজিজ প্রমুখ।

বন্যা দুর্গতদের সহায়তা ক্রীড়াবিদের

এম মেহেদী সানি ● বাদুড়িয়া

আপনজন: জল নিকাশি ব্যবস্থা অনুন্নত হওয়ার কারণে দীর্ঘদিন ধরে চারঘাট, চাতরা সহ একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিস্তীর্ন এলাকা জলমগ্ন। সমস্যায় রয়েছেন বহু মানুষ। জলমগ্ন এলাকার দুর্গত মানুষেরা কর্মহীন হয়ে পড়ায় তিন বেলা খাবার জোগাড় করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। সমস্যা জেনে মানবিক উদ্যোগ নিলেন চারঘাটের সমাজসেবী ও ক্রীড়া সংগঠন এসিএবি’র কনভেনার বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ইসমাইল সরদার। এদিন বাদুড়িয়া থানার চাতরা গ্রাম পঞ্চায়েতের রশুই পোতাপাড়া পাডুইপাড়া এলাকার জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শন করে দুর্গত মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের অভাব অভিযোগ সমস্যার কথা শোনেন। এসময় অসহায় কুড়িটি পরিবারের হাতে নগদ অর্থ প্রদান করে আর্থিক সহায়তা করতে দেখা যায় ইসমাইল সরদারকে। আর্থিক সহায়তা পেয়ে খুশি দুর্গত পরিবারগুলো। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ইসমাইল সরদার, অসহায় দরিদ্র মানুষের সাহায্যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন তিনি। এলাকার বেশ কয়েকজন দরিদ্র অসহায় মানুষকে মাসোয়ারা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে ইসমাইল বলেন, ‘মা বাবা বেঁচে থাকতে দেখেছিলাম অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে। তা দেখে আমি অনুপ্রাণিত হতাম সেই প্রেরণা থেকেই সাধ্যমতো মানুষের পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করি। আজ চাতরা গ্রাম পঞ্চায়েতের রশুই পোতাপাড়া পাডুইপাড়া এলাকার বন্যা দুর্গত কুড়িটি পরিবারের হাতে নগদ অর্থ প্রদান করলাম। ইছামতি সহ সমস্ত শাখা নদীর সংস্কারেরও দাবি তোলেন তিনি।

দুই প্রতিবন্ধী সন্তানকে নিয়ে চরম দারিদ্রতায় দিন কাটাচ্ছে বড়ঞ্চার চাষি পরিবার

সাবের আলি ● বড়ঞ্চা

আপনজন: দুই প্রতিবন্ধী সন্তানকে নিয়ে চরম দারিদ্রতার সঙ্গে দিন কাটাচ্ছে বড়ঞ্চা থানার কাটনা গ্রামের এক চাষি পরিবার। আর্থিক সঙ্কটের কারণে দুই সন্তানের চিকিৎসাও করতে পারছেন না পরিবারের লোকজন। তার উপর বাড়িতে বৃদ্ধা শাশুড়ি প্যারালাইসিসে আক্রান্ত। পরিবার তারও চিকিৎসা করতে পারছেন না।

তাই অসহায় পরিবারের পক্ষ থেকে সাহায্যের আর্তি করা হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই গ্রামের নুর মহম্মদ পেশায় একজন দিনমজুর। সারাদিনে তাঁর রোজগারেই চলে ছয়জনের পেট। বাড়ি ঘর বলতেও মাটির পাঁচিল দেওয়া টিনের চালার এক কামড়া ঘর। তাতেই ছয়জনের বাস। ঘরের এক কোনে গত তিনবছর ধরে বিছানাগত অবস্থায় রয়েছেন নুর মহম্মদের মা। সামান্য জমিও নেই পরিবারটির। যেটুকু জমান টাকা ছিল তা দুই সন্তানের চিকিৎসা খরচেই চলে গিয়েছে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিবারের চাঁদ মহম্মদ ১০ বছরের বড় ছেলে ও আট বছরের মেয়ে নাসরিন সুলতানা। দুইজনেরই জন্মের কয়েকমাস পর থেকেও হঠাৎ করে হাত পা বেঁকে যেতে থাকে। এরপর বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা করলেও কোন লাভ হয়নি। বর্তমানে দুই সন্তানের উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতাও নেই। খাওয়াও নিজের হাতে ঠিকতম পারে না। পড়াশুনা ইচ্ছে থাকলেও দারিদ্রতার কারণে পরিবারের লোকজন তাঁদের স্কুলে নিয়ে যাননি।

নুর মহম্মদের স্ত্রী নায়েস বিবি বলেন, দুই ছেলে মেয়েকেই পোলিও টিকা খাইয়েছি । তবুও ওদের হাত পা বেঁকে গিয়েছে। মেয়ের চিকিৎসা করতে প্রায় ৬৫ হাজার ও ছেলের চিকিৎসায় ৮০ হাজার টাকা খরচ করেও কোন লাভ হয়নি। এখন আর টাকার অভাবে চিকিৎসাও করতে পারিনা। তার উপর শাশুডিও অসুস্থ হয়ে পরে রয়েছেন। তাঁরও চিকিৎসা করতে পারিনা। স্বামী দিনমজুরি করে যা রোগজার করেন তাই দিয়ে শুধু পেটে খাওয়া হয়।

নায়েসা বিবি আরও বলেন, এলাকার বহু নেতা ও প্রশাসনের লোকজনের কাছে গিয়েছিলাম। ছেলে মেয়েদের সুস্থ করার জন্য। কিন্তু কেউ কোন সাহায্য করেননি। তবে বড়ঞ্চা বিডিও তিনবার জেনারেল রিলিফ দিয়েছেন। এদিকে পরিবারের নাসরিনের প্রতিবন্ধী শংসাপত্র থাকলেও চাঁদ মহম্মদের এখনও ডশংসাপত্র করতে পারা যায়নি। পরিবারের অভিযোগ কোন সরকারি ভাতা থেকে কোন রকম সহযোগিতা তাঁরা পাচ্ছেন না। তাই সকলের কাছে সাহায্যের আর্তি জানিয়েছেন।

আইএসএফ জিতলে ওয়াকফ সম্পত্তি উদ্ধারে দল সচেষ্ট হবে: নওশাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: মানুষের অধিকার বুঝিয়ে দিতেই রাজনৈতিক ময়দানে এসেছি। অর্থ কামাতে নয়। সেই কাজ আরো জোরদার করতে রাজ্যের আইনসভায় আমাদের প্রতিনিধি বাড়াতে হবে। রবিবার উত্তর ২৪ পরগণার হামাদামা বাজারে এক নির্বাচনী জনসভায় একথা বলেন আইএসএফ চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী। তিনি বামফ্রন্ট সমর্থিত দলীয় প্রার্থী পিয়ারুল ইসলামের সমর্থনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, বিধানসভায় আদিবাসী, দলিত, মুসলিম সহ আপামর জনগণের হয়ে সোচ্চার বারবার সোচ্চার হচ্ছি। কিন্তু শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস বা তথাকথিত বিরোধী দল বলে পরিচিত বিজেপি’র বিধায়করা নিরব থাকে। এটা দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু এটা তো পরিস্কার যে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে বিজেপির জন্য অনুকুল পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ফলে এই দুইদল নকল লড়াই করে সাধারণ মানুষকে সবসময় বিভ্রান্ত করে যাবে। এখন এই বিভ্রান্তি কাটানোর সময় এসেছে। তিনি প্রসঙ্গক্রমে আবাস যোজনার দুর্নীতির কথা তুলে ধরে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের তুমুল সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, আবাস যোজনায় দুর্নীতি হয়েছে সেটি আমরা সকলে জানি। কিন্তু একশো দিন কাজ করেছেন যাঁরা, তাঁদের হকের টাকা কেন আটকে রাখা হবে। এইধরণের প্রতিহিংসার রাজনীতি বন্ধ করতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি স্বাস্থ্য থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা হাড়োয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আইএসএফ প্রার্থীকে জয়ী করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আইএসএফ জিতলে হাড়োয়া অঞ্চলে ওয়াকফ ও দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধারে দল সচেষ্ট হবে। আজকের এই জনসভায় আইএসএফের রাজ্য কমিটির কার্যকারী সভাপতি সামসুর আলি মল্লিক, সম্পাদক বিশ্বজিত মাইতি, জেলা সভাপতি তাপস ব্যানার্জি, কেন্দ্রীয় কার্যালয় সম্পাদক নাসিরুদ্দিন মীর, রাজ্য কমিটির সদস্য কুতুবুদ্দিন ফাতেহি, উত্তর ২৪ পরগণা জেলার দলের যুগ্ম সম্পাদক মুসা করিমুল্লা, রাজ্য কমিটির আমন্ত্রিত সদস্য সাওন দাস, প্রার্থী পিয়ারুল ইসলাম সহ সিপিআইএম নেতা শতরূপ ঘোষ, আহমদ আলি খান, ছাত্রনেতা রাকেশ বেরা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উলুবেড়িয়ায় বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল চারটি বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: উলুবেড়িয়ায় বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল চারটি বাড়ি।ওই ঘটনায় বিকট শব্দে এলাকার মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

শনিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে উলুবেড়িয়ার তাঁতিবেড়িয়া গ্রামে। ঘটনায় পুলিশ একজনকে আটক করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ঘরে বারুদ মজুদ থাকায় এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। শুক্রবার উলুবেড়িয়া গঙ্গারামপুরে বেআইনিভাবে পেট্রোল রাখার কারণে তিন শিশুর মৃত্যু হয়। এর একদিন কাটতে না কাটতেই এবার উলুবেড়িয়ায় ঘরের মধ্যে বারুদ মজুদ রাখায় বিস্ফোরণ। এলাকায় এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

বাঁকুড়া ইমাম, মোয়াজ্জিন, উলামা সংগঠনের প্রথম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল পাত্রসায়েরে

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ইমামদের কাজ শুধুমাত্র মসজিদ পরিচালনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এছাড়াও তাদের কাঁধে সমাজের প্রতি বড় দায়িত্ব রয়েছে। মুসলিম সমাজকে সঠিক দিশা দেখানো ছাড়াও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের স্বার্থে কাজ করা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা, বৃক্ষরোপণ করা এবং অসহায়দের পাশে দাঁড়ানো এই দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। এই উদ্দেশ্যকে সফল করতে বাঁকুড়া জেলায় ইমাম মোয়াজ্জিন উলামা সংগঠনের প্রথম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের থানার ময়রা পুকুর মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে । হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে সম্মেলনটি সংঘটিত হয়। পাশাপাশি এই দিন অসুস্থ ইমাম সাহেব সহ বেশ কিছু অসহায় ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতা করা হয় এই সংগঠনের পক্ষ থেকে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেম তথা মাদ্রাসা দারুল উলুম সেহারা বাজারের শাইখুল হাদিস এবং দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রথম স্থান অধিকারী মুফতি সাইফুল্লাহ কাসেমী। এছাড়াও সেহারা বাজার মাদ্রাসার শিক্ষক ও রাজ্যের প্রধান হজ ট্রেনার মুফতি ইব্রাহীম সাহেব এবং বিশিষ্ট আলেম ও বীরভূম জেলার জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মুফতি আনিসুর রহমান সাহেব উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলন থেকে অসহায় ইমাম এবং তাদের পরিবারের দুস্থ সদস্যদের সাহায্য প্রদানের ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে ইমামদের ছেলেমেয়েদের আধুনিক শিক্ষা ও দুনিয়ার শিক্ষার বিশেষ জোর দেয়া হয় ।সাধারণ মানুষকে তিনি শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার সংমিশ্রনে চলার আহ্বান জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে রাজ্যের প্রধান হজ ট্রেনার মুফতি ইব্রাহীম সাহেব হজের করণীয় এবং তার তাৎপর্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। প্রধান অতিথি মুফতি সাইফুল্লাহ সাহেব বলেন, ইমামের মর্যাদা সমাজে সবার আগে এবং জীবনে ইমামের সামনে কেউ স্থান নিতে পারে না; যারা চেষ্টা করবে, তাদেরকে মৃতের সাথে তুলনা করা হবে। ইমামের আগে কখন কেউ পৌঁছায় সেটা একমাত্র মুর্দা ব্যক্তি। এই বিষয়ে নিয়ে তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরেন এই সম্মেলন থেকে বাঁকুড়া জেলা ইমাম, মোয়াজ্জিন ও উলামা সংগঠনের জেলা কমিটি গঠন করা হয়। সেখানে কাজী শাহাবুদ্দিন সভাপতি, কারী মহিবুল্লাহ যুগ্ম সম্পাদক, মৌলানা আসাদুল হক যুগ্ম সম্পাদক এবং হাফিজ আশরাফকে কোষাধ্যক্ষ মনোনীত করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে পীরে কামেল মুফতি আনিসুর রহমান সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলন শেষ করা হয়। সমাপ্তির পর অতিথি ও ইমাম সাহেবদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানটি আয়োজকদের উদ্যোগ এবং উৎসাহে সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

নেশা করার টাকা না মেলায় খুনের অভিযোগ

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিচারালয় -বালুরঘাট

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: নেশা করার টাকা না মেলায় এক ব্যক্তিকে খুনের অভিযোগ। ঘটনায় আটক দুইজন। ধৃতদের আদালতে তোলার পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থানার অন্তর্গত ল কলেজ পাড়া এলাকার ঘটনা।

জানা গিয়েছে, চিত্তরঞ্জন বর্মন ও সহদেব বর্মন নামে দুই ব্যক্তি ব্রহ্ম দেব কামেত ও চন্দন কামেত নামে দুই ব্যক্তির কাছে নেশা করা টাকা চেয়েছিলেন। অভিযোগ নেশা করার জন্য সেই টাকা না মেলায় তাঁদের প্রচন্ড মারধর করেন অভিযুক্ত দুই ব্যক্তি। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই দুই ব্যক্তিকে বালুরঘাট সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যদিও পরবর্তীতে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় চন্দন কামেত কে উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছানোর আগে রাস্তায় তাঁর মৃত্যু হয়। ওই ঘটনায় বালুরঘাট থানার পুলিশ অভিযুক্ত দু’জনকে গ্রেফতার করে আদালতে তোলে। বিচারক সবদিক বিবেচনা করে অভিযুক্ত ওই দু’জনের পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজত মঞ্জুর করেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সুন্দবনের ম্যানগ্রোভকে ভাইফোঁটা

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● গোসাবা

আপনজন: রবিবার সকালে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের বালি ২ নম্বর দ্বীপের পার্বতী মন্ডল,যমুনা মন্ডল, বৃহস্পতি মন্ডল,রাধারাণী মন্ডল’রা। এদিন সকালে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভের গায়ে চন্দনের ফোঁটা, ফুলদূর্ব্বা দিয়ে মঙ্গল কামনা জানিয়ে ভাইফোঁটা পালন করলেন। পাশাপাশি এলাকার পরিতোষ মন্ডল,গৌতম নস্কর সহ অন্যান্যদের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে দীর্ঘায়ু কামনা করে শুরু করলেন বিদ্যাধরী নদীর চড়ে ম্যানগ্রোভ রোপনের কাজ। এদিন বিস্তৃর্ণ এলাকাজুড়ে কয়েক হাজার ম্যানগ্রোভ চারাগাছ রোপণ করেন তাঁরা।প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বালি দ্বীপের মহিলাদের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ সাগর পাড়ায় ধৃত এক ব্যক্তি

SAGARPARA POLICE STATION

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অন্তর্গত সাগরপাড়া থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সাগরপাড়া থানার পীরতলা থেকে বারোমাসিয়া রাস্তায় এক ব্যক্তিকে আটক করে তল্লাশি করলে তার কাছ থেকে একটি পিস্তল ও এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয় পাশাপশি একটি মোটর সাইকেল উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে ধৃতের পরিচয় জানাযায় মিলন সেখ (২৫)বাড়ি রানীনগর থানা এলাকায়।ঘটনায় ধৃতকে রবিবার সকালে জেলা আদালতে পাঠানো হয় পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন চেয়ে।ঘটনায় ইতি মধ্যে তদন্ত শুরু করেছ সাগর পাড়া থানার পুলিশ কোথা থেকে এত পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র আছে আর এর পিছনে কি উদ্দেশ্য রয়েছে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্য না অন্য কিছু তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দানোৎসব টালিগঞ্জে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা পুণ্যের আশায় প্রতিবছর বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ত্রি চীবর বা চার খন্ডের পরিধেয় বস্ত্র দান করেন। টালিগঞ্জের মুর এভিনিউ বৌদ্ধ সমিতির উদ্যোগে এ বছর ১৬ তম দানোত্তম শুভ কঠিন চীবর দানোৎসব এবং মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের। সম্বর্ধনা ও বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠিত হল টালিগঞ্জ সম্বোধি বুদ্ধ বিহারে। এছাড়া সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন এবং ফিন্যান্স কর্পোরেশনের উদ্যোগে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ অংশ নেন। সাধারণ মানুষের মঙ্গল কামনায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এলাকায় পদযাত্রা করেন।

পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেন টালিগঞ্জ সম্বোধি বুদ্ধ বিহারের পরিচালক ডক্টর অরুণজ্যোতি ভিক্ষু। সভাপতিত্ব করেন সংঘরাজ রতনজ্যোতি মহাথের, দিকপাল মহাথের এদিনের অনুষ্ঠানে সপত্নী ব্রিটিশ হাই কমিশনার এড্রো ফ্লেমিং সহ প্রায় এক হাজার ভক্ত মণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম নজর

দাবানলের ছাই থেকে সৃষ্টি হয়েছে বিশাল সবুজ তৃণভূমি

আপনজন ডেস্ক: ব্রাজিলের সম্প্রতি ছড়িয়ে পড়া বিশাল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দাবানলের বিস্তার থেকে সাভানা রেহাই না পেলেও, ইতোমধ্যেই সেখানে আগুন প্রতিরোধে প্রকৃতির বিরল উপহারের প্রমাণ হিসেবে ছাই থেকে সবুজ অঙ্কুরে বিশাল তৃণভূমির সৃষ্টি হয়েছে।

বিশ্বের সবচেয়ে প্রজাতি-সমৃদ্ধ সাভানার সেরাডো মধ্য ব্রাজিলে প্রায় দুই মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার (৭ লাখ ৭০ হাজার বর্গ মাইল) ভূমি জুড়ে অবস্থিত। যা দেশের সমগ্র ভূমির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। ব্রাজিল রেকর্ড খরার কবলে পড়েছিল। ব্রাসিলিয়ায় ১৬৯ দিনই কোনো বৃষ্টিপাত হয়নি। এক দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে এটি ছিল সবচেয়ে খারাপ দাবানলের মৌসুম। বিশেষজ্ঞরা আংশিকভাবে জলবায়ু পরিবর্তনকে এর জন্য দায়ী করেছেন। কিন্তু সেরাডো, পাশের আমাজন ও প্যান্টানাল জলাভূমির তুলনায় কম পরিচিত। লাখ লাখ বছর ধরে এর একটি সুপার পাওয়ার রয়েছে। এটি অগ্নিকাণ্ড এবং উচ্চ তাপমাত্রার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।

সরকারি সংস্থা চিকো মেন্ডেস ইনস্টিটিউট ফর বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশনের পরিবেশ বিশ্লেষক কেইকো পেলিজারো বলেছেন, ‘সেরাডো হলো একটি উল্টানো বন। আমরা এর মাত্র একটি ভগ্নাংশ দেখতে পাই কারণ বনটি আমাদের পায়ের নিচে রয়েছে।

তিনি বলেন, সেরাডোর গভীর রুট সিস্টেম একটি ‘পাম্প,’ ভূগর্ভস্থ পানি চুষে নেয়ার মতো কাজ করে ‘এমনকি চরম খরার সময়ও’।

ব্রাসিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তুবিদ্যার অধ্যাপক ইসাবেল শ্মিট বলেছেন, ‘এদিকে, মাটির উপরে গাছের পুরু ছাল এবং ফলের খোসা ‘তাপ নিরোধক’ হিসাবে কাজ করে।’ তিনি বলেন, ‘এমনকি যদি তাপমাত্রা ৮০০ সেন্টিগ্রেড (১ হাজার ৪৭০ ফারেনহাইট) পর্যন্ত পৌঁছায়, তবুও গাছপালা বেঁচে থাকতে পারে’।

সাম্প্রতিক দাবানলের এক মাস পরে, প্রথম বৃষ্টিতে ঘাস এবং ছোট গাছপালা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে এবং ব্রাসিলিয়া জাতীয় উদ্যানের পোড়া গাছে নতুন পাতা গজিয়েছে।

পেলিজারো বলেন, ‘বৃষ্টি না হলেও আমরা কিছুটা স্থিতিস্থাপকতা দেখতে পেতাম।’

স্পেনে রাজার দিকে কাদা ছুড়ল জনতা

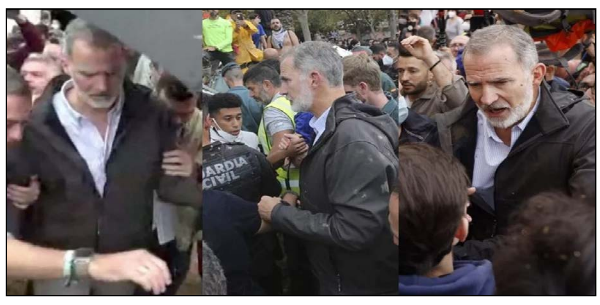

আপনজন ডেস্ক: নজিরবিহীন বন্যায় বিধ্বস্ত স্পেনের ভ্যালেন্সিয়া অঞ্চল পরিদর্শনের সময় বিক্ষুব্ধ জনতার মুখোমুখি হয়েছেন দেশটির রাজা ষষ্ঠ ফিলিপ। ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, ক্ষুব্ধ জনতা রাজার দিকে ‘খুনি’ ও ‘লজ্জা লজ্জা’ বলে চিৎকার করছে। কিছু বিক্ষোভকারী রাজার দিকে কাদাও নিক্ষেপ করে।

কয়েক দশকের মধ্যে স্পেনের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যায় বন্যায় দুই শতাধিক মানুষ মারা গেছে, নিখোঁজ রয়েছে আরও অনেকে। পুরো ভ্যালেন্সিয়া এলাকা কাদায় ঢেকে গেছে। ভেসে গেছে বহু গাড়ি। জরুরি বিভাগের কর্মীরা জীবিতদের খুঁজে বের করা এবং মৃতদেহ উদ্ধারে এখনো অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। বন্যায় সতর্কতার অভাব এবং কর্তৃপক্ষের অপর্যাপ্ত সহায়তার কারণে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। রাজা ফিলিপ এবং রানী লেতিজিয়া মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত শহর পরিদর্শন করেছেন।

ফুটেজে দেখা যায়, রাজা একটি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন আর জনতা চিৎকার করছে ও স্লোগান দিচ্ছে। কিছু বিক্ষোভকারী রাজার দিকে কাদাও নিক্ষেপ করে।

ভ্যালেন্সিয়ায় সম্প্রতি একদিনেই ২৮ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। এর ফলে অনেকেই ভবনের বেসমেন্ট ও নিচের তলায় আটকা পড়েছে। জরুরি সেবা বিভাগ বলছে, যারা নিখোঁজ রয়েছেন তাদের জীবিত উদ্ধারের সম্ভাবনা ততই কমছে।

আমেরিকা-ইসরায়েলকে কঠোর জবাব দেওয়া হবে: খামেনি

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলকে আরো একবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি। তিনি বলেছেন, ইসরায়েল ও তার পৃষ্ঠপোষক যুক্তরাষ্ট্র তাদের কৃতকর্মের জন্য দাঁতভাঙা জবাব পাবে।

রাজধানী তেহরানে শনিবার ইরানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসহ বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের এক সমাবেশে তিনি এমন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। হাজার হাজার ছাত্রের ওই সমাবেশে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা বলেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ইরানি জাতির সংগ্রাম আমাদের প্রিয় জাতি আর দেশের ওপর মার্কিন সরকারের নির্লজ্জ আধিপত্যবাদ থেকেই উদ্ভূত।

আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি বলেন, কোনো কোনো লেখক ইতিহাস লিখতে গিয়ে যখন এ কথা বলেন যে ইরান ও মার্কিন সরকারের বিরোধ শুরু হয়েছে ১৯৭৯ সালের চার নভেম্বর বা ফার্সি ১৩৫৮ সনের ১৩ অবন তারিখ থেকে!- তাদের এই বক্তব্য বিভ্রান্তিকর। মার্কিন সরকারের নেতৃবৃন্দ ইরানের ইসলামী বিপ্লবের প্রথম থেকে ও এ বিপ্লবের আগে থেকেই ইরানি জাতির সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে এবং তারা যতটা সম্ভব ইরানি জাতির বিরুদ্ধে সব শক্তি ব্যবহারের চেষ্টা করেছে। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মার্কিন আধিপত্য মোকাবেলায় ইরানি জাতির বিগত প্রায় ৭০ বছরের জুলুম-বিরোধী সংগ্রামের ইসলামী, জাতীয়, বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ দিকের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই সংগ্রাম মানবিক ও আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং যৌক্তিকতা, নৈতিকতা ও ধর্ম আর ইসলামী আইনসিদ্ধ এই সংগ্রাম সঠিক রোড-ম্যাপ অনুযায়ী ইরানি কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে অব্যাহত থাকবে।

আয়াতুল্লাহ খামেনি বলেন, ইসরায়েল ও মার্কিন সরকার ইরানি জাতির বিরোধী প্রত্যেক পদক্ষেপের দাঁতভাঙা জবাব পাবে সুনিশ্চিতভাবে। অপশক্তিগুলোকে মোকাবেলার উপায় সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের প্রস্তাবের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেছেন, সবাই জেনে রাখুক যে এই সংগ্রামের জন্য জরুরি সব সামরিক, অস্ত্র-সম্পর্কিত ও রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে ইরানি জাতির প্রস্তুতি হিসেবে এবং ইরানের দায়িত্বশীল তথা কর্মকর্তারা এখন এই কাজেই ব্যস্ত রয়েছেন।

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা ইহুদিবাদী ইসরায়েলের প্রতি স্বৈরাচারী শাহের সহায়তাগুলোর ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, পাহলভি সরকার মার্কিন সরকারের ইশারায় জ্বালানি সহায়তা দেওয়াসহ নানা ধরনের মদদ যুগিয়ে দখলদার ইসরায়েলকে শক্তিশালী করতে ভূমিকা রেখেছিল, যা ছিল অবিস্মরণীয় বিশ্বাসঘাতকতা এবং তা এমন সময় করেছিল যখন এ অঞ্চলের সব সরকার ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল।

আয়াতুল্লাহ খামেনি বলেন, দুঃখজনকভাবে বর্তমানেও এ অঞ্চলের অনেক সরকার গাজা ও লেবাননে ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠীর ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী অপরাধগুলোকে উপেক্ষা করে এই রক্ত-পিপাসু শত্রুকে অর্থনৈতিক ও এমনকি সামরিক সাহায্যও দিয়ে যাচ্ছে! ইরানের সর্বোচ্চ নেতা যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিশালী ও উন্নত দেশের মোকাবেলায় প্রতিরোধের সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারীদের ধারণাকে ভুল হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ইরান গত ৪৬ বছরে মার্কিন বিরোধী সংগ্রামে অবশ্যই সফল হয়েছে এবং এর একটি প্রমাণ হলো এখন ইরান মার্কিন শক্তিকে দুর্বল করতে সক্ষম হয়েছে। শিগগিরই ইসরায়েলকে সম্প্রতি তেহরানে হামলার পাল্টা জবাব দেওয়া হবে বলেও সমাবেশে হুঁশিয়ারি দেন খামেনি।

জাতিসংঘ প্রধান সুদানের আল জাজিরাহ রাজ্যে ‘আরএসএফ’র হামলায় ক্ষুব্ধ

আপনজন ডেস্ক: জাতিসংঘের মহাসচিব শুক্রবার সুদানের আল জাজিরা রাজ্যে আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্স দ্বারা সাম্প্রতিক হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি যুদ্ধ শেষ করার জন্যও আবার আহ্বান করেন। মুখপাত্র স্টেফান দুজারিচ সাংবাদিকদের বলেন, “মহাসচিব বিপুল সংখ্যক বেসামরিক নাগরিকের হত্যা, আটক বা বাস্তুচ্যুত হওয়ার ঘটনায় এবং নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতা, বাড়িঘর লুটপাট, বাজার লুট করা এবং খামার পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় ক্ষুব্ধ।”

“এই ধরনের কাজ আন্তর্জাতিক মানবিক আইন এবং মানবাধিকার আইনের গুরুতর লঙ্ঘন হতে পারে। এই ধরনের গুরুতর লঙ্ঘনের জন্য অপরাধীদের অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।”

২০ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ) আল জাজিরাহ রাজ্যের পূর্বাঞ্চল জুড়ে গ্রামগুলোতে বড় ধরনের হামলা চালিয়েছে। এর ফলে ১২০ জনেরও বেশি বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।আন্তর্জাতিক অভিবাসন

সংস্থা শুক্রবার বলে, গত সপ্তাহে ১,৩৫,০০০ জনেরও বেশি মানুষ এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে, যাদের বেশিরভাগই গেদারেফ এবং কাসালা রাজ্যে গিয়েছে।

আরএসএফ প্রায় ১৯ মাস ধরে সুদানি সশস্ত্র বাহিনী (এসএএফ) এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। তাদের নেতারা একে অপরের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন এবং তা একটি ক্ষমতার সংগ্রামে পরিণত হয়, যা জাতিকে বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে গিয়েছে। দুজারিচ বলেন, জাতিসংঘের প্রধান উদ্বিগ্ন যে মানবিক পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপ হচ্ছে এবং “সুদানে সংকটে থাকা সকল বেসামরিক নাগরিকদের সাহায্য করার জন্য নিরাপদ, দ্রুত এবং নিরবচ্ছিন্ন মানবিক সহায়তা” নিশ্চিত করতে তিনি সকল পক্ষের প্রতি দাবি জানিয়েছেন। ১ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং সুদানের আনুমানিক ২ কোটি ৫০ লক্ষ জনসংখ্যার অর্ধেক মানুষ খাদ্য নিরাপত্তার সংকট স্তরের কাছাকাছি পৌঁছে হিমশিম খাচ্ছে। । সুদানের দারফুর অঞ্চলের কিছু অংশে আগস্টে দুর্ভিক্ষ হবার কথা নিশ্চিত ছিল । সুদানের অন্তত আরও ১৪টি এলাকার সামনের মাসগুলিতে দুর্ভিক্ষের ঝুঁকিতে পড়ার আশংকা রয়েছে । এদিকে কলেরাসহ নানা রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। দুজারিচ বলেন, “মহাসচিব সুদানের বেসামরিক নাগরিকদের আরও ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে যুদ্ধবিরতির জন্যে নতুন করে আহ্বান জানিয়েছেন।”যুদ্ধ এবং দেশের কিছু অংশে প্রবেশাধিকারের অভাবের কারণে সুদানের নাগরিকের কাছে ধীর গতিতে সাহায্য পৌঁছাচ্ছে। আগস্ট মাসে সরকার চাদ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত চলাচলের পথ পুনরায় চালু করে। আরএসএফ এই সীমান্ত অস্ত্র এবং অন্যান্য যুদ্ধ সামগ্রী পাচারের জন্য ব্যবহার করছে এই আশঙ্কায় তারা এটি বন্ধ রেখেছিল। আড্রে ক্রসিংটি প্রাথমিক তিন মাসের জন্য পুনরায় চালু করা হয়েছে, যার মেয়াদ শেষ হবে ১৬ নভেম্বর।মানবিক কর্মীরা ও কূটনীতিকরা এই সীমান্ত পথটি স্থায়ীভাবে পুনরায় চালু করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

বলিভিয়ায় সামরিক ঘাঁটিতে হামলা, ২০০ সেনা অপহরণ

আপনজন ডেস্ক: বলিভিয়ায় একটি সামরিক ঘাঁটিতে ভয়াবহ হামলার মাধ্যমে ঘাঁটি দখল করে অন্তত ২০০ সেনাকে অপহরণ ও জিম্মি করেছে হামলাকারীরা। সশস্ত্র এই হামলাকারীরা দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ইভো মোরালেসের সমর্থক। রোববার (৩ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, স্থানীয় টেলিভিশনে পিঠের পেছনে বাঁধা অবস্থায় সারি সারি সেনাদের ছবি দেখানো হয়েছে। এসময় তাদেরকে সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্যদের বেষ্টিত অবস্থায় দেখা যায়। বলিভিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট ইভো মোরালেসের সশস্ত্র সমর্থকদের হাতে দেশটির অন্তত ২০০ সেনা জিম্মি রয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় । পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরো জানায়, সশস্ত্র ওই গোষ্ঠীটি সামরিক ঘাঁটি থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ জব্দ করেছে।

তিনটি সামরিক ইউনিটে ওই সশস্ত্র গোষ্ঠী আক্রমণ করে। শুক্রবার (১ নভেম্বর) বলিভিয়ার সামরিক বাহিনী জানায়, সশস্ত্র ওই দলটি বলিভিয়ার কোচাবাম্বা শহরের কাছে একটি সামরিক ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। মূলত কোচাবাম্বা শহরটি মধ্য বলিভিয়ায় অবস্থিত এবং সেখানে সাবেক প্রেসিডেন্ট ইভো মেরালেসের অনেক সমর্থক বাস করেন। এছাড়া সামরিক স্থাপনাটি সশস্ত্র গোষ্ঠী নিজেদের দখলে নেওয়ার পরপরই দেশটির সামরিক বাহিনী সৈন্যদের এবং তাদের পরিবারদের সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দেয় বলে স্থানীয় মিডিয়া জানিয়েছে।

বলিভিয়ার বার্তাসংস্থা এএনএফ জানিয়েছে, এই স্থাপনায় থাকা বন্দি সৈন্যদের মধ্যে একজন তার কমান্ড সেন্টারে পাঠানো এক বার্তায় বলেছেন- সশস্ত্র দলটি কর্তৃপক্ষকে (দেশে চলমান) অবরোধে হস্তক্ষেপ বন্ধ করার দাবি জানিয়েছে।

মোরালেসের সমর্থকরা গত ১৯ দিন ধরে সারা দেশে অবরোধ তৈরি করেছে। সাবেক এই প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ধর্ষণ এবং মানব পাচারের অভিযোগে তদন্ত বন্ধ করার দাবি করছেন তারা। যদিও এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মোরালেস।

এর আগে গত রোববার মোরালেস তার গাড়িতে গুলিবর্ষণের একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন। আর এটিকে তাকে হত্যার চেষ্টা বলে আখ্যায়িত করেছেন তিনি। তবে বলিভিয়ার সরকার মোরালেসের এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। ইভো মোরালেস ২০০৬ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

হামলা চালিয়ে ফিলিস্তিনিদের ফসল চুরি করছে ইসরায়েলিরা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের বিভিন্ন অংশে হামলার পাশাপাশি চুরিও করছে ইসরায়েলি উপনিবেশবাদীরা। স্থানীয় সূত্র অনুসারে, গতকাল শনিবারও রামাল্লার উত্তর-পূর্বে আল-মুঘায়ের গ্রামে হামলা চালিয়ে ফিলিস্তিনি নাগরিকদের গাছ থেকে জলপাই ফসল চুরি করা হয়েছে।

বার্তা সংস্থা ওয়াফা জানিয়েছে, কট্টর ডানপন্থী ইসরায়েলি সরকারের নীতির কারণে গুরুত্বপূর্ণ জলপাই ফসল কাটার মৌসুমেও ফিলিস্তিনি কৃষকদের বিরুদ্ধে হামলা চলমান রয়েছে। ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী ও বসতি স্থাপনকারীরা মিলে সহিংসতা বাড়িয়ে চলছে।

ফিলিস্থিনের ওয়াল অ্যান্ড সেটেলমেন্ট রেজিস্ট্যান্স কমিশন জানিয়েছে, পশ্চিম তীরে জলপাই চাষিদের বিরুদ্ধে সহিংসতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি মৌসুমেই মোট ৩৬০টি আক্রমণ হয়েছে ফসলের ওপর।

রোববার (৩ নভেম্বর) ওয়াল অ্যান্ড সেটেলমেন্ট রেজিস্ট্যান্স কমিশন প্রকাশিত মাসিক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ইসরায়েলি উপনিবেশবাদীদের ধ্বংসাত্মক কাজের মধ্যে জলপাই ফসল চুরির ঘটনা ২৬টি, ফসল কাটার সরঞ্জাম চুরির ঘটনা ২২টি, পাশাপাশি বাসিন্দাদের মালিকানাধীন ১৫টি তাঁবু ও কাফেলাসহ তিনটি গাড়ি চুরি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সেই সঙ্গে ইসরায়েলি আক্রমণের ফলে ১ হাজার ৪০১টি গাছ উপড়ে গেছে, যার মধ্যে ১,৩৩৯টিই জলপাই গাছ। হেবরনে ৭৪০টি গাছ, নাবলুসে ১৯৩টি, রামাল্লায় ১৭৮টি, বেথলেহেমে ১৬০টি, সালফিটে ১০০টি গাছ এবং কালকিলিয়ায় ৩০টি গাছ ধ্বংস করা হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নাইজেরিয়ায় জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির প্রতিবাদ: ২৯ শিশু গ্রেফতার

OUR FIVE (5) DEMANDS
#IAMANIGERIAN
#ENDPOLICEBRUTALITY

আপনজন ডেস্ক: আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়ায় জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির প্রতিবাদ বিক্ষোভে অংশ নেওয়ায় কঠোর শাস্তির মুখে পড়তে পারে ২৯ শিশু।আইন অনুযায়ী আদালত তাদের মৃত্যুদণ্ডও দিতে পারেন। শুক্রবার তাদের আদালতে হাজির করা হয়।ক্লান্তির কারণে চার শিশু আদালতেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে। আদালত তাদের কোনো বক্তব্য নিতে পারেনি। খবর এপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মোট ৭৬ জন প্রতিবাদকারীর বিরুদ্ধে ১০টি অপরাধমূলক অভিযোগ আনা হয়েছে।যার মধ্যে রয়েছে- রাষ্ট্রদ্রোহ, সম্পদ ধ্বংস, জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করা এবং বিদ্রোহ।

অভিযোগে বলা হয়েছে, অভিযুক্তদের মধ্যে শিশুদের বয়স ১৪ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে।

নাইজেরিয়াতে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির কারণে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বেশ কয়েকটি গণবিক্ষোভ হয়েছে। গত আগস্টে এক বিক্ষোভে অন্তত ২০ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত এবং শত শত লোক গ্রেফতার হয়। ১৯৭০-এর দশকে নাইজেরিয়ায় মৃত্যুদণ্ডের বিধান চালু করা হয়। তবে ২০১৬ সাল থেকে দেশিতে কোনো মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়নি।

আবুজা ভিত্তিক ব্যক্তিগত আইনজীবী অ্যাকিনতায়ো বালোগুন এপিকে বলেন, শিশু অধিকার আইনে কোনো শিশুকে অপরাধী হিসেবে গণ্য করা বা মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অনুমতি নেই। তাই ফেডারেল আদালতে শিশুদের নেওয়াই ভুল,যদি না সরকার প্রমাণ করতে পারে যে তাদের বয়স ১৯ বছরের বেশি। আদালত শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক আসামির জন্য ১০ মিলিয়ন নাইরা (৫ হাজার ৯০০ ডলার) জামানতে জামিন মঞ্জুর করেছেন। সেইসঙ্গে কঠোর শর্ত আরোপ করেছে যা এখনো পূরণ করা হয়নি বলে জানান শিশুদের আইনজীবী মার্শাল আবুবকর। তিনি বলেন, একটি রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে শিশুদের শিক্ষিত করা, অথচ তারা সেই শিশুদের শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই শিশুরা ৯০ দিন ধরে কোনো খাবার ছাড়াই বন্দি অবস্থায় ছিল বলেও অভিযোগ করেন তিনি। সুশাসন নিয়ে কাজ করা নাগরিক সংগঠন ‘ইনাফ ইজ ইনাফ’-এর নির্বাহী পরিচালক ইয়েমি আদামোলেকুন বলেন, শিশুদের বিচারের আওতায় আনার কোনো অধিকার নেই কর্তৃপক্ষের। নাইজেরিয়ার প্রধান বিচারপতির লজ্জা হওয়া উচিত, যেখানে তিনি একজন নারী এবং মা।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০৩মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২০	৫.৪৩
যোহর	১১.২৫	
আসর	৩.২২	
মাগরিব	৫.০৩	
এশা	৬.১৪	
তাহাজ্জুদ	১০.৪১	

তাইওয়ানের কাছে ৩৭টি চীনা বিমান শনাক্ত

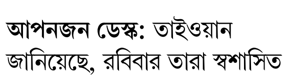

আপনজন ডেস্ক: তাইওয়ান জানিয়েছে, রবিবার তারা স্বশাসিত দ্বীপটির কাছে ৩৭টি চীনা যুদ্ধবিমান, ড্রোন ও অন্যান্য বিমান শনাক্ত করেছে। একই সময় বেইজিং দীর্ঘ-পথের প্রশিক্ষণ ফ্লাইট পরিচালনা করছিল। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, স্থানীয় সময় সকাল ৯টায় চীনা বিমানগুলো শনাক্ত করা হয় এবং এর মধ্যে ৩৫টি তাইওয়ান প্রণালির মধ্যরেখা অতিক্রম করে তাইওয়ানের আকাশসীমায় প্রবেশ করে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে অগ্রসর হয়। তাইওয়ানের সামরিক বাহিনী এ পরিস্থিতিতে বিমান, নৌবাহিনীর জাহাজ ও স্থলভিত্তিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা মোতায়েন করে।

গাজার টিকা দান কেন্দ্রে ইসরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

আপনজন ডেস্ক: গাজার উত্তরে একটি পোলিও টিকাদান কেন্দ্রে ইসরায়েলি হামলায় চার শিশুসহ ছয়জন আহত হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লিউএইচও) এ তথ্য জানিয়েছে।

ইসরাইলি বোমা হামলার কারণে এর আগে টিকাদান স্থগিত করতে বাধ্য হয় ডাব্লিউএইচও। পরে শুধুমাত্র গাজার উত্তরে শনিবার দ্বিতীয় দফা টিকাদান পুনরায় শুরু করে। এ দিনই হামলা চালায় ইসরায়েল।

ডব্লিউএইচও প্রধান তেদ্রোস আধানম গেব্রেইসুস বলেন, স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি এমন একটি এলাকায়, যেখানে টিকা দেওয়ার জন্য মানবিক বিরতি দেওয়া হয়েছিল।

গাজার বেসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থার সূত্র এএফপিকে বলেছে, একটি ইসরাইলি কোয়াডকপ্টার শেখ রাদওয়ান ক্লিনিকের দেয়ালে দুটি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে।

জাতিসংঘের এজেন্সি প্রধানরা উত্তর গাজায় একটি ‘অ্যাপোক্যালিপটিক’ পরিস্থিতির কথা বলেছেন, যেখানে মানুষ ‘মৌলিক সাহায্য এবং জীবন রক্ষাকারী সরবরাহ থেকে বঞ্চিত’ হচ্ছে।

ডব্লিউএইচও বলেছে, উত্তরে প্রায় ১ লাখ ১৯০০০ শিশু টিকার দ্বিতীয় ডোজ দেওয়ার জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। গাজার মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলে ৪ লাখ ৫২,০০০ টিকা দেওয়া হয়েছে।

ইসরায়েলের অভ্যন্তরে ১৪০টিরও বেশি রকেট ও ড্রোন হামলা

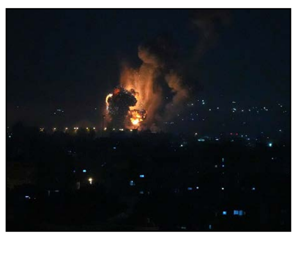

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের অভ্যন্তরে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ ১৩০টিরও বেশি রকেট হামলা চালিয়েছে। এছাড়া ড্রোন হামলা করেছে ১০টি। যার মধ্যে ছয়টি লেবানন থেকে, তিনটি ইরাক থেকে এবং একটি উত্‌স চিহ্নিত করা যায়নি। সামরিক বাহিনী সাতটি ড্রোন আটক করেছে। এ ঘটনায় বারবার সাইরেন বাজায় বহু লোক আশ্রয়কেন্দ্রে ছুটে আসে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী। শনিবার (২ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল।

এতে বলা হয়েছে, শনিবার ভোরে মধ্য ইসরায়েলে একটি বাড়িতে রকেট হামলা হয়। কোনো সংস্থা এটি আটকাতে পারেনি। এই হামলায় ১১ জন আহত হয়।

আইডিএফ বলেছে, তারা রকেটটি আটকাতে ব্যর্থতার তদন্ত করছে।

এছাড়া হাইফার দক্ষিণে বিনয়ামিনা এলাকায় হিজবুল্লাহর ড্রোনকে বাধা দিতে সক্ষম হয়েছে ইসরাইলি বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার। সামাজিকমাধ্যমে পোস্ট করা ফুটেজে ড্রোনটিকে গুলি করার মুহূর্ত দেখানো হয়েছে।

বছরের শুরু থেকে ইসরায়েলের অভ্যন্তরে আক্রমণকারী ড্রোনগুলো সবচেয়ে শক্তিশালী হুমকি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস হোল্ডার প্রতিষ্ঠান
DANBIR ACADEMY
দানবীর অ্যাকাডেমি
ভর্তি চলছে
প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত
শিক্ষাবর্ষ ২০২৫ ● আবাসিক বালক বিভাগ
স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান
দুস্থ, এতিম ছাত্রের জন্য বিশেষ সুযোগ
আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন।
বাড়গড়চুমুক ● শ্যামপুর ● হাওড়া ● পিন-৭১১৩১২
✆ 9143076708 ✆ 8513027401

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ২৯৭ সংখ্যা, ১৯ কার্তিক ১৪৩১, ১ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

সত্য বলিয়া কিছু নাই!

পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রবীণ ও বিজ্ঞ রাজনীতিবিদগণের হতাশ হইবারই কথা। বিশেষ করিয়া উন্নয়নশীল দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পাশাপাশি সত্যেরও পরিবর্তন হয়। তখন ইতিপূর্বে যে বিষয় সম্পর্কে যখন যাহা বলা হইয়াছিল তাহার উলটাটা বুঝিতে হয়। আমরা কী অবস্থায় রহিয়াছি—এই প্রশ্নের জবাবে একজন উঠতি বয়সি ছাত্রেরও তখন উত্তর হয় অন্যরকম ও কৌশলী। তখন তাহাকে যাহা শিখানো হইয়াছিল তাহার উলটাটা জানিতে ও পড়িতে হয়। কারণ এই সমস্ত দেশের প্রসেস অব লার্নিং বা শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যেই গলদ রহিয়াছে। এই জন্য রাজনৈতিক পরিবর্তনের পাশাপাশি তাহাদের নূতন কথা বলিতে হইবে ইহাই সত্য। তাই এই সকল দেশে আসলে সত্য বলিয়া কিছু নাই!

পৃথিবীতে প্রতিদিন সূর্যোদয় হয়। আর আমরা প্রতিদিন শপথ নেই যে, আমরা ভালো হইয়া চলিব। বাল্যকালে আমরা শিখিয়াছি কবির সেই কালজয়ী উচ্চারণ, 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি/ সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।' এখানে প্রতিদিন ভালো হইয়া চলিবার কথা আসিতেছে কেন? তাহার মানে আমরা ভালো হইয়া চলিতে পারি না। ভালো হইয়া চলাটা কঠিন। একটি গণতান্ত্রিক দেশে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সরকারে পরিবর্তন আসিবে, নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হইবে—ইহাই স্বাভাবিক। গণতান্ত্রিক দেশে নেতৃত্বের বাছাই প্রক্রিয়া সকলের অংশগ্রহণমূলক হয়। আর ইহার মাধ্যমেই আসে সেই পরিবর্তন; কিন্তু পৃথিবীতে এমন সকল দেশও আছে, যেইখানে নেতৃত্বের এই বাছাই প্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধ ও অ-অংশগ্রহণমূলক। যদি বলা হয়, সেই বাছাই প্রক্রিয়ায় কেহ আসিল কি আসিল না, তাহা কোনো ব্যাপার নহে, যাহারা ভোট দিবেন তাহারা ভোটার না হইয়া কেবল মানুষ হইলেও চলিবে, তাহা হইলে সেই প্রক্রিয়ায় প্রশ্ন থাকিয়াই যাইবে। কোনো কোনো দেশে বিশেষসংখ্যক লোক সেই বাছাই প্রক্রিয়ায় অংশ না নিলে তাহা গ্রহণযোগ্যই হয় না, বরং আবার ভোটাভুটিতে যাইতে হয়; কিন্তু দুর্ভাগ্য হইল, জনমতের এমন সুন্দর ব্যবস্থার কথা আমরা বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশে শুনিতে পাই না। অন্তত ৫০ শতাংশ ভোট না হইলে পুনরায় ভোট হইতে হইবে—এমন ব্যবস্থা দেখিয়া যাইতে পারিলে অনেকে জীবনসায়াহ্নে আসিয়া হইলেও মনে প্রশান্তি লাভ করিতেন।

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ব্যবস্থায় আমরা শিখিয়াছিলাম, যে দল অধিক সম্মতি পাইবে, তাহারাই ক্ষমতার অধিকারী হইবে। ইহাতে উন্নয়নশীল দেশেও তেমন কোনো সমস্যা হইবার কথা ছিল না; কিন্তু এই সমস্ত দেশ যখন কোনো বৃহত্তর শক্তির বন্ধু হইয়া যায়, তখনই বিপত্তি দেখা দেয়। শুরু হয় দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। ইহা মিটাইতে হেন কোনো দেশ নাই, যাহারা মধ্যস্থতা করিতে আসেন না; কিন্তু তাহারা যত বারই মধ্যস্থতা করিবার জন্য আসেন কিংবা ইহার জন্য দৌড়ঝাঁপ শুরু করেন, তত বারই তাহাদের ব্যর্থ হইতে দেখা যায়। অবশেষে এই সকল শুভাকাঙ্ক্ষী সেই দেশের জনগণের সিদ্ধান্তকেই শেষ সিদ্ধান্ত হিসাবে মানিয়া লন। তাহারা অবাধ, মুক্ত ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কথা বলেন; কিন্তু ভয়ভীতি প্রদর্শন, সন্ত্রাস ও অবৈধ অর্থের ছড়াছড়ি ইত্যাদির ঊর্ধ্বে উঠিয়া ভোটাররা যাহাতে নির্ভয়ে তাহাদের সিদ্ধান্ত লইতে পারেন, তাহার নিশ্চয়তা কোথায়?

উন্নত দেশে যে সমস্ত পন্থায় এই বাছাই প্রক্রিয়া চলে, এই প্রক্রিয়ার কথা সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে কেহ শুনেন নাই ও দেখেন নাই। তাহার বাস্তবায়ন কীভাবে হইবে? যাহারা বলেন, যেই দেশে বাছাই সেই দেশ সিদ্ধান্ত লইবে; কিন্তু সেই বাছাই কীভাবে করিতে হইবে? প্রথমে যেই সকল বিদেশি পর্যবেক্ষক আসেন তাহারা খোলা মনেই আলোচনা করেন; কিন্তু তাহাদের খোলা মনের সিদ্ধান্ত ছিল কি না, তাহা আমাদের জানা নাই। নির্বাচন যখন ঘনাইয়া আসে, তখন তাহাদের নানা এজেন্ডা বাস্তবায়নের কথা শোনা যায়। এমনিতেই এই সকল দেশে নির্বাচন করা এক কঠিন ও জটিল বিষয়। আধা সামন্তবাদী সমাজের কারণে দেখা যাইবে তাহাদের এজেন্ডা বাস্তবায়িত হয় নাই। অতএব, এই সকল দেশে সুষ্ঠু, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করিতে হইলে সকলের পূর্বে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, প্রশাসনসহ রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করিতে হইবে। সর্বোপরি ভোটারদের শিক্ষাদীক্ষা ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ও সক্ষম করিয়া তুলিতে হইবে। কেননা, যাহারা নিজেরা পক্ষ নির্ধারণ করিতে পারেন না, বরং আর্থিক বিনিময় বা ভয়ভীতি দ্বারা প্রভাবিত হন, তাহারা সঠিকভাবে নেতৃত্ব বাছাই করিবেন কীভাবে?

••••••••••••

ট্রাম্প কার্ড কমলাই

সারা বিশ্বের চোখ এই মুহূর্তে আটকে হোয়াইট হাউসের পরের চার বছরের দাবিদার নির্বাচনে চূড়ান্ত মুহূর্তের দিকে। আমেরিকার ভোট চলছে এবং ব্যালটে ভোট হওয়ার জন্য গননা সময়সাপেক্ষ । পারমাণবিক শক্তিতে বলিয়ান হয়ে জাপানের উপর পরমাণু বোমা বর্ষণের পর থেকেই অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অলিখিতভাবে বিশ্বে ছড়ি ঘোরানোর সমস্ত সুযোগ পান হোয়াইট হাউসের অধিপতি। কিন্তু আজকের বিশ্বে মুক্ত অর্থনীতির সুযোগ নিয়ে দ্রুত বদলে ফেলা চীন, ইউরোপ ও আমেরিকার শত প্রচেষ্টা সত্বেও আজ সারা বিশ্বের অন্যতম বড় শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে অর্থনৈতিক সামরিক এবং রাজনৈতিক সমস্ত দিকে। লিখেছেন **তন্ময় সিংহ...**

সারা বিশ্বের চোখ এই মুহূর্তে আটকে হোয়াইট হাউসের পরের চার বছরের দাবিদার নির্বাচনে চূড়ান্ত মুহূর্তের দিকে। আমেরিকার ভোট চলছে এবং ব্যালটে ভোট হওয়ার জন্য গননা সময়সাপেক্ষ। পারমাণবিক শক্তিতে বলিয়ান হয়ে জাপানের উপর পরমাণু বোমা বর্ষণের পর থেকেই অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অলিখিতভাবে বিশ্বে ছড়ি ঘোরানোর সমস্ত সুযোগ পান হোয়াইট হাউসের অধিপতি। কিন্তু আজকের বিশ্বে মুক্ত অর্থনীতির সুযোগ নিয়ে দ্রুত বদলে ফেলা চীন, ইউরোপ ও আমেরিকার শত প্রচেষ্টা সত্বেও আজ সারা বিশ্বের অন্যতম বড় শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে অর্থনৈতিক সামরিক এবং রাজনৈতিক সমস্ত দিকে। রাশিয়া, চীন এবং অন্যান্য দেশগুলি মিলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমূহ চাপের মধ্যে রেখেছে আমেরিকা কে। আভ্যন্তরীণ সমস্যা সহ অর্থনৈতিক সমস্যা এই মুহূর্তে গণতন্ত্রের অন্যতম পীঠস্থান আমেরিকাতে প্রবল। রাশিয়া চীন ও ইরান বিভিন্নভাবে এই নির্বাচনকে প্রভাবিত করছে এই অভিযোগের সমর্থন জুগিয়েছে দেশের প্রতিরক্ষা বিভাগ গুলি। এর সাথে আছে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষমতায় বলিয়ান ধনকুবেরদের সাথে অতি দক্ষিণপন্থী ট্রাম্পের জন্য সমর্থন আর্থিক সাহায্য কতটা প্রভাবিত করবে এই নির্বাচনকে।

আমেরিকার বিগত চার বছরে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডেমোক্র্যাট দলের প্রতিনিধি জো বাইডেন ক্ষমতায় আছেন চরম দক্ষিণপন্থী ট্রাম্প কে সরিয়ে। অতি দক্ষিন পন্থা বিপদকে সাময়িক প্রতিহত করে, অভ্যন্তরীণ সংস্কার করলেও, দৃঢ়তা সেই অর্থে দেখাতে পারেননি জো বাইডেন। বয়সের ছাপ ও ভুলে যাওয়ার প্রবণতা প্রকাশ্যে তার মধ্যে প্রবল ভাবে দেখা দেওয়ায় দলে জুন মাসে দাবি উঠে, ২০২৪ এর নির্বাচনে নতুন প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর। দলের প্রবল চাপে ২১ শে জুলাই, ২০২৪ প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন থেকে তার নাম প্রত্যাহার করে ডেপুটি প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য এগিয়ে দিয়ে নির্বাচনের আগে একটি মোক্ষম চাল দেন বাইডেন। শেষ মুহূর্তে প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনের নমিনেশন পাওয়া কমলা হ্যারিস প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পান ২০১৬ সালের আমেরিকার এক দফায় রাষ্ট্রপতি থাকা রিপাবলিকান বৃদ্ধ ধনকুবের ডোনাল্ড ট্রাম্প কে। বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য শিরোনামে থাকা অতি দক্ষিণপন্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২৪ সালের মে মাসে অভিযুক্ত হন যৌন নিপীড়ন, মানহানি, ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ৯১ টি অপরাধের জন্য। আদালতে জুরি বোর্ড তাকে ৩৪ টি অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে। সেই অর্থে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট লড়াই এবারে প্রথম একজন মহিলার প্রেসিডেন্ট হওয়ার সাথে সাথেই একজন দোষী ব্যক্তির প্রেসিডেন্ট পদে পুনর্বহাল হওয়ার।

কোভিড পরবর্তী বিশ্বে ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু আমেরিকা চালানোর অধিকার মধ্যপন্থী কমলা না অতি দক্ষিণ পন্থী ট্রাম্পের হাতে থাকবে, তা নির্ণয় করবে ওই দেশের ১৮ কোটি ৬৫ লক্ষ ভোটার।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রতিনিধি নির্বাচনের দ্বারা হয় না বরঞ্চ "ইলেকট্রোরাল কলেজ" এর মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। আমেরিকার মোট ৫০ টি রাজ্য থেকে এই ধরনের ইলেক্টোরাল ভোটের সংখ্যা বিভিন্ন। মোট ৫৩৮ টি ভোটের মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশে যেমন ৫৪টি ভোট আছে, সেরকম ওয়েমিং প্রদেশে আছে ৩টি ভোট। বেশিরভাগ রাজ্যে যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ভোট পান। তিনিই সেই রাজ্যের সমস্ত ইলেকট্রোরাল ভোট পান, যা এদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থায় "উইনার টেকস অল" নামে পরিচিত। শুধুমাত্র মেইন এবং নেব্রাস্কা এই দুটি রাজ্য আনুপাতিক সিস্টেম ব্যবহার করে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জেতার জন্য প্রার্থীকে মোট ভোট পেতে হয় ২৭০ টি। এই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, এই নির্বাচনেও এই নীতি অনুসৃত হবে কারণ অনেক সময় জনপ্রিয় প্রার্থীর থেকেও জয়ী হয়ে যান ইলেক্টোরাল ভোট বেশি পাওয়া প্রতিযোগী। বিগত নির্বাচনে আমেরিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ জনগণ এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিল।

আমেরিকার নির্বাচন পদ্ধতি ভারতের থেকে আলাদা। ভারতের লোকসভা নির্বাচন ও আমেরিকার প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন এক নয়। বরং ভারতের "ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন" ব্যবস্থা চালু হলে তা অনেকটা আমেরিকার প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনের মত হবে। যদিও বহু জনগণের এবং বহু ভাষাভাষীর দেশ ভারতে এই ব্যবস্থা কতটা সম্ভব সে সম্পর্কে চিন্তা থাকবে। এছাড়াও ভারতের থেকে আমেরিকার নির্বাচনী ইস্যু গুলোও অনেক আলাদা। ভারতে যখন এখনোও জাতপাত, বাড়ি, খাবার ও সামাজিক নিরাপত্তার সামান্যতম আয়োজন গুলি নির্বাচনে ব্যাপক ডিভিডেন্ড দেয়। তখন আমেরিকাতে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নির্বাচনের মূল ইস্যু হয়ে থাকে পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা, জব সিকিউরিটি, গর্ভপাত, LGBTQ, শিক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি।

কোভিড পরবর্তী বিশ্বে আমেরিকা আর তাদের হঠকারী সিদ্ধান্ত গুলি ও অন্যান্য দেশে অবাঞ্ছিত না গলানোর উদাহরণ গুলি, বিশ্বে তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গা থেকে বহুলাংশে সরিয়ে দিয়েছে। চীন এবং কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে রাশিয়া, আমেরিকা এবং তার সহযোগী ন্যাটো দেশগুলিকে ধাক্কা দিয়েছে সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে চীনের ব্যাপক বিনিয়োগ এবং শেষ পর্যন্ত আফগানিস্তান থেকে আমেরিকাকে ছেড়ে যেতে বাধ্য করে। তালিবানদের হাতে ক্ষমতাকে তুলে দেওয়া এই দশকে দাঁড়িয়ে আমেরিকার সবচেয়ে বড় কূটনৈতিক পরাজয়। এই ভুল থেকে শিক্ষা না নিয়ে পুনরায় উপমহাদেশের একটি নির্বাচিত সরকারকে ফেলে দিয়ে ইসলামিক রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ও উঠেছে আমেরিকার বিরুদ্ধে। যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এবং অর্থনৈতিক ব্যয় আমেরিকা কে দুর্বল করেছে। চীন ও রাশিয়া বিভিন্ন আমেরিকার শত্রু দেশ গুলিকে নিয়ে, তাদের পক্ষ নিয়ে সর্বত্রই প্রকাশ্যে না এসেও আমেরিকাকে বেগ দিয়ে চলেছে। জো বাইডেনের আমলের দুর্বল পররাষ্ট্র নীতি আমেরিকার জনগণের কাছে ডেমোক্র্যাটদের বিশ্বাসযোগ্যতা হ্রাস করেছে।

ইউক্রেনকে ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত করে রাশিয়া কে বেগ দেওয়ার গোপন কর্মসূচি সফল হয়নি রাশিয়া ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায়। ইউক্রেন কে গোপনে সমস্ত সামরিক সাহায্য দিয়েও ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতির থেকে দেশটিকে বাঁচাতে পারেনি আমেরিকা ও ন্যাটো। আড়াই বছরের বেশি চলাই যুদ্ধ প্রায় পঞ্চাশ হাজার সেনা সহ এক লক্ষ মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছে এই যুদ্ধ এবং লক্ষাধিক মানুষকে বাসস্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে। আমেরিকা ও ন্যাটো দেশগুলির প্রভূত সাহায্যের পরেও রাশিয়া ইউক্রেনের অনেক অংশ বর্তমানে দখল করে নিয়ে এগিয়ে চলেছে রাজধানী কিয়েভের দিকে পরবর্তীকালে ইজরায়েল একতরফা ভাবে প্রথমে গাজা আক্রমণ করে ইজরাইলের ওপর মিসাইল হামলার পর। আমেরিকা সহ মিত্র শক্তি যুদ্ধ ইজরাইলকে সমর্থন জানায় এবং তারই ফলশ্রুতি এক বছর ধরে চলা নির্বিচারে গন হত্যা। প্রায় ৫০০০০ হাজার গাজার অধিবাসী মারা গেছে এই যুদ্ধে। লাখো মানুষের খাবারের ব্যবস্থা ও বাসস্থান সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে এই যুদ্ধে। যুদ্ধ প্যালেস্টাইন ছাড়িয়ে প্রবেশ করেছে লেবানন এবং ইরানেও। লেবাননের প্রায় তিন হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এই যুদ্ধে।

আমেরিকান নেতাদের চোখের সামনে সংগঠিত হচ্ছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের চরম ঘটনা গুলি। যুদ্ধে ইজরায়েলের ও ১২০০ সৈনিক ও সাধারণ মানুষ প্রান হারিয়েছেন। এই যুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাব আমেরিকার উপর অপরিসীম।

অপরিশোধিত তেলের বাজারে আমেরিকার দীর্ঘদিনের আধিপত্য নষ্ট হতে চলেছে মুসলিম দুনিয়ার উপর ইজরায়েলের দখলদারির জন্য। যদিও জো বাইডেনের থেকে কিছু কিছু জায়গাতে নিজেকে আলাদা করে নেওয়া কমলা হ্যারিস তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ও পরিচিতি জন্য এবং মধ্যপন্থার জন্য ক্ষোভের আঁচ থেকে নিজেকে রক্ষা করতেও পারেন। এই বিষয়গুলোকে খুঁচিয়ে তুলে নিজের নির্বাচনী বৈতরণী পার করতে চাইছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। বয়সকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে, দেশের আইন তাকে অভিযুক্ত ঘোষণা করার পরেও তিনি পুনরায় প্রার্থী হয়েছেন রিপাবলিকানদের তরফে।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের লড়াইয়ে এবার পুঁজিপতিদের একাংশ সরাসরি নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী তথা বিলিয়নিয়ার ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থনে নেমে গেছেন। এদের মধ্যে অন্যতম টেসলার প্রতিষ্ঠাতা ইলন মাস্ক। যার ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় গেলে মন্ত্রিসভায় যোগদানের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। এই অমিত ক্ষমতাধর ব্যবসায়ী ইলন মাস্ক প্রযুক্তির মাধ্যমে আমেরিকান নির্বাচনে যেমন প্রভাব ফেলতে সক্ষম,সেরকম তিনি ফেডারেল বাজেটে দুই ট্রিলিয়ন ডলার হ্রাস করা যেতে পারে বলে নির্দিষ্ট তথ্য দিয়ে সরকারি হিসাব পেশ করেছেন। এই নির্বাচনে বিলিয়নিয়ার দের দুই তৃতীয়াংশ বিভিন্নভাবে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সরাসরি সমর্থন এবং ব্যাপক অর্থ ও প্রযুক্তি সাহায্য ও ফেক নিউজ ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছেন।২০২০ সালে পরাজয়ের পর ব্যাপক ভাঙচুর চালাই অতি দক্ষিণপন্থী ট্রাম্পের সমর্থকেরা। আমেরিকার মতন দেশে যা বেনজির। সেই টোন কেই এবারও বাজিয়েছেন ট্রাম্প। চূড়ান্ত যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন ২০২৪, বর্তমান বিশ্বে বাড়িতে থাকা অতি দক্ষিণ পন্থা ট্রাম্পের পক্ষে সহায়ক এরই সাথে আছে ফেক নিউজ, ব্যক্তি আক্রমণ যার বেশিরভাগটাই সারা বিশ্বকে গণতন্ত্রের পাঠ শেখানো আমেরিকার পক্ষে মানানসই নয়। "এক্স" বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম ট্রাম্পের হয়ে জমি তৈরি করছে এবং নির্বাচনের ফলাফল খারাপ হলে আবার ফলাফল না মেনে নিয়ে গন্ডগোলের পূর্বাভাস আছে। এই পরিস্থিতিতে দেশের শান্তি কামি মানুষেরা ও ডেমোক্রেট এবং রিপাবলিকান দের মধ্যে থাকা নিরপেক্ষ মানুষেরা বেছে নিতে পারে প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট হিসেবে কমলা হ্যারিস কে তার ভাবমূর্তির জন্য। কমলা হ্যারিস তার নির্বাচনী লড়াইয়ে মনে করা হচ্ছে মহিলা ভোটারদের পছন্দের হবেন আমেরিকার প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি হিসেবে। অন্যদিকে জন্মগতভাবে ভারতীয় পরিচয় ও নিজের অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে ভাবমূর্তি আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দের একাংশকে তার থেকে প্রভাবিত করবে। যদিও অতি দক্ষিণপন্থী ভারতীয়দের সংখ্যা এই মুহূর্তে আমেরিকাতে ক্রমবর্ধমান। ডোনাল্ড ট্রাম্পের অতি দক্ষিণপন্থী মনোভাবের জন্য আমেরিকার মুসলিম ভোটের সমর্থন এবং কৃষ্ণাঙ্গ ভোটের সমর্থন পেতে পারেন সম্পূর্ণরূপে কমলা হ্যারিস। নিজেদের স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের অধিকার বজায় রাখার জন্য আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গরা এবং আমেরিকাতে বসবাসকারী অভিবাসীরা ডেমোক্র্যাট দের পছন্দ করেন ঐতিহাসিকভাবে, এই স্বাধীনতার জন্যই তাদের ভোট হয়তো এবারও কমলা হ্যারিস এর পক্ষে যাবে। হ্যারিস তার নির্বাচনী প্রচারে এই স্বাধীনতার কথাই বলছেন আমেরিকার সাধারণ মানুষকে। একজন অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে আমেরিকার পূর্ব রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প কে ৩৪টি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করার কৃতিত্বটি কমলা হ্যারিস তুলে ধরছেন আমেরিকার মানুষের সামনে। আমেরিকার সাধারণ মানুষের জন্য সামাজিক সুরক্ষার স্কিম গুলি এবং ছোট ব্যবসায়ীর দিকে বিশেষ নজর এই মধ্যপন্থা নেওয়া ডেমোক্র্যাট প্রার্থীকে নির্বাচনে শেষ মুহূর্তে কিছুটা হলেও অ্যাডভান্টেজ দেবে বলে আশা করা যায়। তাই বলা যায় ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হওয়ার জন্যই ২০২৪ এর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মূল ট্রাম্প কার্ড কমলাই।

মাহমুদ হাসান

সিসি ছেলের ক্ষমতায় বসার পথ পাকা করছেন

মিসরের লোকেরা এখন দেশটির গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধান মেজর জেনারেল আব্বাস কামেলকে আবার কেন নিয়োগ দেওয়া হলো, তা নিয়ে বিতর্কে মেতেছেন। কামেল ছিলেন প্রেসিডেন্ট ফাত্তাহ আল-সিসির ডান হাত, তাঁর গোপনীয়তার রক্ষক এবং মৃত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুরসির বিরুদ্ধে ২০১৩ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের সঙ্গী ছিলেন। ১০ বছর ধরে কামেলের ডাকনাম ছিল 'ছায়া প্রেসিডেন্ট'। সংবেদনশীল নথিগুলো তাঁর কাছেই পাঠানো হতো। হঠাৎ করেই সিসি তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ায় সবাইকে হতবাক করেছে।

কামেলকে এখন প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা ও বিশেষ দূত এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর সমন্বয়ক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এটা পদোন্নতি নাকি পদাবনতি, সেটা নিয়ে বিভ্রান্তির জন্ম হয়েছে। নতুন এই পদের দায়িত্ব কী হবে, কাজের পরিধি কী হবে, সেটা এখনো পরিষ্কার নয়। কামেল ২০১৮ সালে পর্যন্ত মিসরের জেনারেল ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস বা সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান ছিলেন। সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান হিসেবে কাজ করার সময় তিনি আল-সিসির কার্যালয়ের পরিচালক হয়েছিলেন।

কামেলকে তাঁর দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়ে নতুন দায়িত্বে দেওয়ার ঘটনাটি বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। ২০১৩ সালের সামরিক অভ্যুত্থানে সিসিকে যাঁরা সমর্থন দিয়েছিলেন, তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার সর্বশেষ দৃষ্টান্ত এটি। সেই জেনারেলদের কেউই এখন আর গুরুত্বপূর্ণ পদে নেই।

আল-সিসি তাঁর প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে সেদকি সোভি ও মোহামেদ জাকিকে সরিয়ে দিয়েছেন। সেনাপ্রধানের পদ থেকে মাহমুদ হেগাজি, মোহামেদ ফরিদ ও ওসামা আসকারকে সরিয়ে দিয়েছেন। এ ছাড়া সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান থেকে মোহামেদ এল-তোহামি ও খালেদ ফাওজিকে সরিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা সবাই-ই অভ্যুত্থানের সময় তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে আল-সিসি আরেকটি হতবাক করা সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তাঁর ১১ উপদেষ্টাকে সরিয়ে দেন।

আল-সিসি শুধু সামরিক ব্যক্তিদের দরজা দেখিয়ে দিচ্ছেন না। যেসব উদারপন্থী, বামপন্থী ব্যক্তি ও দল এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা সিসির ক্ষমতা সংহত করতে সহযোগিতা করেছিলেন, তাঁদের সবাইকেই তিনি উৎখাত করেছেন। তাঁদের হয় কারাগারে পাঠিয়েছেন, না হয় ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন অথবা কোণঠাসা করে ফেলা হয়েছে। এসব লোক ২০১৩ সালের ৩০ জুন থেকে প্রতিবাদ সংগঠিত করতে এবং মুসলিম ব্রাদার হুডের শাসন উৎখাত করতে এবং ২০১৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পর্যন্ত আল-সিসিকে সহায়তা করেছিলেন।

আল-সিসি তাঁর তিন ছেলে মাহমুদ, হাসান ও মোস্তফাকে প্রভাবশালী সংস্থাগুলোর উচ্চপর্যায়ে বসিয়েছেন। এ কাজের পক্ষে থাকা তাঁর বিশ্বস্ত মিত্রের সংখ্যা খুবই কম। মাহমুদ আল-সিসি সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার উপপরিচালক।

প্রেসিডেন্টের দ্বিতীয় পুত্র হাসানও একই সংস্থায় কাজ করেন। মুস্তাফা বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল অথরিটিতে কাজ করেন।

এই সবকিছু প্রেসিডেন্ট করছেন তাঁর জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য। গোয়েন্দা সংস্থা ও নিরাপত্তা সংস্থার নির্দিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তির ক্রমাগত প্রভাব বেড়ে যাওয়া এবং একই পদে দীর্ঘদিন তাঁদের থাকাটাকে আল-সিসি হুমকি বলে মনে করেন। সিসি ভয় পান, এই লোকেরা শেষ পর্যন্ত ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে না আসে। গোয়েন্দা সংস্থা থেকে আসা একজন ব্যক্তির সহজাত স্বভাব এমনটা হওয়াটা স্বাভাবিক। বিশেষ করে এমন একটি দেশ, যেখানে কিনা ১৯৫২ সালের জুলাই মাস থেকে সামরিক শাসন চলছে। যেখানে জেনারেলদের প্রেসিডেন্ট হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে। সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে মিসরের প্রেসিডেন্ট তাঁর 'গোপন মন্ত্রিসভা' (কামেলের আরেকটি ডাকনাম) খালি করতে চাইতে পারেন। সরকারি কাজের সূত্রে তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে পড়া লোকদের থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইতে পারেন। এই ফাঁকে আল-সিসি একটি বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে তোলার কাজ করতে পারেন। যে নেতৃত্ব হবে তাঁর আরও অনুগত এবং প্রেসিডেন্টের সম্ভাব্য উত্তরসূরি মাহমুদ আল-সিসিরি আরও ঘনিষ্ঠ। সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা মিসরের সবচেয়ে শক্তিশালী সংস্থা।

রাজনৈতিক, নিরাপত্তা ও গণমাধ্যম ও অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে সংস্থাটির অনেক বড় নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তাদের বড় বিনিয়োগ রয়েছে ও বিশাল অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যের অধিকারী তারা। পার্লামেন্ট অথবা বিচার বিভাগের তদারকি অথবা জবাবদিহির করতে হয় না। তাদের বাজেটে কোনো নিরীক্ষা হয় না।

কামেলকে দায়িত্ব থেকে অন্য পদে নিয়ে যাওয়ার পেছনে অনেক কারণ থাকতে পারে। অনেকে মনে করেন, জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রে আদালতে সাবেক সিনেটর বব মেনেনদেজের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ঘটনার সঙ্গে কামেলকে সরিয়ে দেওয়ার যোগসূত্র আছে। মিসর সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা মেনেনদেজ ঘুষ কেলেঙ্কারিতে আমেরিকান একটি আদালতে দোষী সাব্যস্ত হন।

অন্য পর্যবেক্ষকেরা মনে করেন, সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের কায়রো সফরের সঙ্গে এ ঘটনার সংযোগ আছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক মোহামেদ হুসেইন আমাকে বলেছেন, মিসরের সার্বভৌম সংস্থাগুলোর মধ্যে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি এমন নয় যে তাতে সংঘাত বেধে যাবে। এরপরও আল-সিসি নিরাপত্তা সংস্থাগুলো পুনর্গঠন ও রদবদল করেছেন, এবং সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন।

এর মাধ্যমে আল-সিসি তাঁর শাসনকে যেমন কণ্টকহীন করতে চাইছেন, একই সঙ্গে সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসেবে মাহমুদ আল-সিসির জন্য পথ তৈরি করতে। আল-সিসির উত্তরসূরি হিসেবে যে ব্যক্তিটি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন, তিনি হলেন আব্বাস কামেল।

যা-ই হোক কেন, কামেলকে তাঁর আগের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ায় সবচেয়ে বেশি লাভ হলো মাহমুদ আল-সিসির। যেভাবেই হোক, চূড়ান্তভাবে আল-সিসির ছেলের ভবিষ্যৎ নিরাপদ বলেই মনে হচ্ছে।

মাহমুদ হাসান মিডলইস্ট মনিটরের কলাম লেখক। মিডলইস্ট মনিটর থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম নজর

শিহাব চতুরকে দেখতে কৃষ্ণমাটি মাদ্রাসায় ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার খড়িবাড়ির কৃষ্ণমাটি সিদ্দিকীয়া জালালিয়া খারেজিয়া মাদ্রাসায় নবী দিবস উপলক্ষ্যে ঈসালে সাওয়াব হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেরল থেকে পায়ে হেঁটে হজ সম্পন্ন করা হাজী শিহাব চতুর সাহেব। এদিন তাঁকে দেখতে মানুষের ঢল নামে। হাজী শিহাব সাহেব উর্দু ও হিন্দিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সকলকে নামাজ পড়ার আহবান জানান। পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্ব এর কথা বলেন। যেকোনো কাজ শুরু করার আগে আল্লাহর কাছে নিয়ত করে কাজ শুরু করুন বলে তিনি জানান। এদিন আরো বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, নাবাবিয়া মিশনের সম্পাদক সাহিদ আকবার, জমিয়তে উলামায়ে বাংলার সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, পীরজাদা উজায়ের সিদ্দিকী, পীরজাদা হাসানুজ্জামান, আইনজীবী শামস হাসান, সমাজসেবী নবাব মল্লিক প্রমুখ।

খড়ের গাদায় বিধ্বংসী আগুনে চাঞ্চল্য

নকিব উদ্দিন গাজী ● কাকদ্বীপ

আপনজন: খড়ের গাদায় বিধ্বংসী আগুন লাগাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়া এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ বিধানসভার গান্ধীনগর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ওই এলাকায় প্রায় পাঁচশোরও বেশি পরিবারের বসবাস এবং এলাকায় দুটি বড় বড় খাটাল রয়েছে যে কারণেই প্রচুর পরিমাণে শুকনো খড় মজুত থাকে এর আগেও এই ভাবেই আগুন লেগে গিয়েছিল। রবিবার দিন আবারো সেই ঘরের গাদায় বিধ্বংসী আগুন লাগে। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় কাকদ্বীপ থানার পুলিশ প্রশাসন ও দমকল কে। দমকলের একটি ইঞ্জিনের দীর্ঘক্ষণ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে এলাকার মানুষের অনুমান আতশবাজি থেকেই এই আগুন লেগেছে। পাশাপাশি তাদের এও দাবি এর আগেও একাধিকবার প্রশাসনের কাছে এ নিয়ে জানানো হয়েছে। কিন্তু প্রশাসন গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি দেখেনি।

দুটি পত্রিকার শারদ সংখ্যা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সাম্প্রতিক সময়ে দুটি পত্রিকা, একগুচ্ছ কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস- সহ সাহিত্যে সমস্ত উপাচার সাজিয়ে নিয়ে পাঠকের দরবারে পৌঁছে গিয়েছে আশিস ঘোষ ও অপূর্ব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘বরাহনগর এমন দর্পণ’ পত্রিকার শারদসংখ্যা ‘পারুল’ ও ‘উল্টোরথ এখন’। প্রতিটি লেখাই একে অন্যের প্রতিযোগীস্বরূপ। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, অমর মিত্র, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনী বেরা, যশোধরা রায়চৌধুরী, শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, পবিত্র সরকার, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, জয় গোস্বামী, সুবোধ সরকার, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়,রূপক চট্টোপাধ্যায়ের, সুচিত চক্রবর্তীর পাশাপাশি বহু নবীন লেখকদের রচনা স্থান করে নিয়েছে। শ্যামল জানার প্রচ্ছদ, প্রণব হোড় চৌধুরী ও শঙ্কর বসাকের অভ্যন্তরীণ অলঙ্করণ পত্রিকা দুটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে। সহ সম্পাদক সন্দীপকুমার দাঁ এবং অরুণ চট্টোপাধ্যায় জানান, নবীন প্রতিভার উন্মেষ ঘটানোই আমাদের অন্যতম লক্ষ্য।

এবার মগরায় নাবালিকাকে যৌন হেনস্থা!

MOGRA POLICE STATION
HOOGHLY RURAL DISTRICT
Ph No:-033 26846778

জিয়াউল হক ● মগরা

আপনজন: শনিবার হুগলির গ্রামীণ পুলিশের মগরা থানা এলাকায় এক ১৬ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে বছর পঁচিশের এক প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত ওই প্রতিবেশী সম্পর্কে নির্যাতিতার কাকা হয়। শনিবার রাতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এ ঘটনার প্রতিবাদে এ দিনই তালান্ডু মোড়ে জিটি রোড অবরোধ করে জনতা। বেলা ১২ টা থেকে রাস্তার উপর টায়ার জ্বালিয়ে চলে অবরোধ। নেতৃত্বে ছিলেন দলের হুগলি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তুষার মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ প্রমুখ। প্রায় আধ ঘন্টা ধরে অবরোধ চলার পর পুলিশ তৎপরতায় অবরোধ ওঠে। নির্যাতিতার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে তালান্ডু স্টেশনের কাছ থেকে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

দুর্নীতি রোধে নানা কর্মসূচি নবগ্রামে

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও দেশ গড়ার লক্ষ্যে বহরমপুর পাওয়ার গ্রিড স্টেশনের উদ্যোগে নবগ্রাম ও সাগরদিঘীতে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সপ্তাহব্যাপী পালিত হল ‘সর্তকতা সচেতনতা শিবির ২০২৪’। ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে আয়োজন করা হলো প্রবন্ধ প্রতিযোগিতারও।

ভারত সরকারের বিদ্যুৎ মন্ত্রকের পাওয়ার গ্রিড ইন্ডিয়া লিমিটেড বহরমপুর সুইচিং সাব স্টেশনের পক্ষ থেকে বছরের বিভিন্ন সময় সচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য বিগত কয়েক মাস পূর্বেই ‘স্বচ্ছতা পাখওয়াদা’ শীর্ষক কর্মসূচি পালন করা হয়।

জানা যায় গত ২৮ শে অক্টোবর থেকে আবারো ‘সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ ২০২৪’ পালন করলো বহরমপুর সুইচিং সাব স্টেশন, বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে রবিবার শেষ হল এ কর্মসূচি।

শোভাযাত্রা থেকে মদের ফোয়ারা গৃহবধূর গায়ে, রণক্ষেত্র শান্তিপুর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: কালীপুজোর শোভাযাত্রা থেকে মদের ফোয়ারা ছিটকে পড়ল পথচারী এক গৃহবধূর গায়। মুখের মদ গায়ে দিয়ে দেওয়া এবং বোতল দিয়ে গৃহবধূকে মারধরের অভিযোগও ওঠে। গৃহবধূ ভর্তি হাসপাতালে। ঘটনার প্রতিবাদ ঘিরে রণক্ষেত্র। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,কালী প্রতিমা বিসর্জনের উদ্দেশ্যে যাওয়া শোভাযাত্রায় মদের ফোয়ারা! বোতল থেকে ছিটকে রাস্তা দিয়ে যাওয়া মহিলার গায়ে প্রতিবাদ জানালে মুখে থাকা মদ দিয়ে দেওয়া হয় মহিলার মুখে স্ত্রীকে রক্ষা করতে গিয়ে স্বামীকে বেধরক মরধর ! নিমেষের মধ্যেই রণক্ষেত্র পরিস্থিতি তৈরি হয়ে রাস্তার পাশে একটি ওষুধের দোকানে র মধ্যে ঢুকে যাওয়ার উপক্রম। এরপর মদের বোতল দিয়ে স্বামী স্ত্রী এবং তার এক বন্ধুকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

পুলিশ ফাঁড়ির ঢিল ছোড়া দূরত্বে এমন ঘটনা নিয়ে চাঞ্চল্য নদীয়ার শান্তিপুর শ্যামবাজার এলাকায়। উত্তেজনা সামাল দিতে ছুটে আসে দুই সিভিক ভলেন্টিয়ার এবং এলাকার যুবকরা তাদের মধ্যস্থতায় সাময়িক নিষ্পত্তি হলেও আক্রান্ত স্বামী এবং বন্ধু হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে থানার দারস্থ, স্ত্রী চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শান্তিপুর রেল স্টেশন এবং গোডাউন মাঠের দিক থেকে পরপর তিনটি ঠাকুর তাদের বিসর্জনের প্রতিমা বাজনা এবং আলোকসজ্জা সহ শোভাযাত্রা নিয়ে কাশ্যপপাড়ার দিকে যাচ্ছিল আনুমানিক রাত দশটা নাগাদ। এর মধ্য থেকে নাম না লেখা কিংবা কোন ব্যানার না থাকা একটি পুজো উদ্যোক্তাদের কয়েকজনের সাথে মোটরসাইকেল করে যাওয়া পথচারী ওই স্বামী স্ত্রীর বচসা। স্বামীর নাম সৌভিক কর স্ত্রী রিমি কর তারা লাইব্রেরী র পেছনে দত্তপাড়ায় বসবাস করেন। ক্যামেরার সামনে মুখ না খুললেও কিছু প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন এ ধরনের আচরণের জন্য দুই একজন যুবক ক্ষমা চেয়েছিলেন তবে স্ত্রীর প্রতি এ ধরনের অমানবিক এবং নোংরা ব্যবহারে স্বামী সৌরভ কোনভাবেই মেনে নিতে পারিনি তাই তিনি উত্তেজিত হওয়ার পরেই অন্যান্য পুজো উদ্যোক্তারা ছুটে আসে এবং পরিস্থিতি কিছুটা সময়ের জন্য রণক্ষেত্র তৈরি হয়। যদিও ঘটনার খবর পেয়ে শান্তিপুর থানার পুলিশ শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসাধীন ওই গৃহবধুর সাথে কথা বলে। এবং স্বামীকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ শান্তিপুর থানায় জমা করতে বলে। তবে ইতিমধ্যেই পুলিশ স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে তদন্ত শুরু করেছে।

নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● গাইঘাটা

আপনজন: টিউশন থেকে বাড়ি ফেরার পথে এক নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ওড়না দিয়ে হাত পা বেঁধে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী এক যুবকের বিরুদ্ধে । চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে গাইঘাটা থানার শিমুলপুর এলাকায়। নাবালিকার পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সুজিত পাল ওরফে বাবুসোনা নামে এক যুবক প্রায় দেড় বছর ধরে তাঁদের মেয়েকে উত্তক্ত করছে । এই ঘটনার কথা ওই নাবালিকা তার পরিবারের লোকেদেরকে জানায় । ওই যুবক বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তার এহেন আচরণ মেনে নিতে পারছিল না নাবালিকার পরিবারের লোকেরা।

পরিবারের সদস্যদের পরামর্শে ওই নাবালিকা বাবুসোনা নামের ওই যুবককে এড়িয়ে চলতে থাকে । কিন্তু তাতেও রেহাই মিললো না । অভিযোগ, শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রাইভেট টিউশন পড়ে বাড়ি ফেরার পথে বাবুসোনা নামের ওই যুবক তাদের মেয়েকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে ওড়না দিয়ে হাত পা বেঁধে ধর্ষণ করে । এত কিছুর পরেও নাবালিকা বাড়ি ফিরে বাড়ির লোকেদেরকে কিছু জানায়নি । শনিবার দুপুরে ঘরের ভেতরে সিলিং ফ্যানের সাথে ওড়না দিয়ে নিজের গলায় ফাঁস লাগানোর চেষ্টা করে ওই নাবালিকা । তখন বিষয়টি নজরে আসে বাড়ির লোকেদের। এরপর তাকে চেপে ধরতেই সে সমস্ত ঘটনার কথা বাড়ির লোকেদের খুলে বলে । পরিবারের লোকেরা এরপর গাইঘাটা থানায় বাবুসোনার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁদের বক্তব্য, বাবুসোনা নামের ওই যুবক বিবাহিত । তারপরও সে এইরকম কাজ করে বেড়াচ্ছে । তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে নাবালিকার পরিবার ।

মন্ত্রীর উদ্যোগে হিন্দু-মুসলিমের ভাইফোঁটার আয়োজন

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: ভাইফোঁটা উৎসব হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে পূর্বস্থলীর শ্রীরামপুরে।

প্রতি বছরের মতো এবারও রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের উদ্যোগে হিন্দু-মুসলিম ভাই-বোনেরা একত্রিত হয়ে ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানে সামিল হন। এখানে হিন্দু বোনেরা মুসলিম ভাইদের, এবং মুসলিম বোনেরা হিন্দু ভাইদের কপালে ফোঁটা দিয়ে তাঁদের মঙ্গল কামনা করেছেন।

খাদি ভবনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ভাইদের জন্য খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন ও উপহার দেওয়ার ব্যবস্থা করেন বোনেরা। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার বার্তা দিতে অনুষ্ঠানে গাছ বিতরণও করা হয়।

শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে চলেছে কালিয়াচকের বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: কালিয়াচকের শেরশাহী ভায়া সাহাবাজপুরে এক উন্নতমানের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বিগত কয়েক বছর ধরে ছাত্র-ছাত্রীদের গুণগতমানের শিক্ষাদান করে চলেছেন। এটি একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলেও দুস্থ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকেন। এদিন শনিবার ও রবিবার মিশনের নিজস্ব ক্যাম্পাসে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ভর্তির মেধা যাচাই প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের উপচে পরা ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। জেলার অন্য প্রান্ত থেকে আগত উপস্থিত অভিভাবকদের বক্তব্যে জানা যায়, মিশন ক্যাম্পাসের পরিকাঠামো ও শিক্ষাগত গুণগতমানের জন্যেই তাদের ছেলেমেয়েদের এই মেধা যাচাই পরিক্ষায় অংশগ্রহণ।

এছাড়াও এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় জেলার বেশ কিছু জায়গায় ভর্তির মেধা প্রবেশিকা পরীক্ষাতেও ভালো সাড়া লক্ষ্য করা যায়। এই বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই পড়ানোর পাশাপাশি সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ ও সমাজের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং গঠনমূলক শিক্ষা প্রদান দেওয়া হয়। মিশন কর্তৃপক্ষ জুলসেদ আলী জানান, আমাদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে স্মার্ট ক্লাস রুমের ব্যবস্থা, অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি (বিজ্ঞান বিষয়ে সু দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য), আধুনিক লাইব্রেরীর (বিভিন্ন বিষয়ের বই ও পত্রপত্রিকার সমাবেশ), প্রজেক্টর মেশিনের সুব্যবস্থা, স্পকেন ইংলিশ, সাধারণ জ্ঞান তথা সমস্ত বিষয়ে অডিও ভিজুয়াল পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের পূর্ণবিকাশ ঘটানোর জন্যে। মিশন ক্যাম্পাসের প্রত্যেকটি জায়গায় সিসিটিভির মাধ্যমে নজরদারি, প্রতিটি ক্লাসে কম্পিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে, খেলাধুলা ও শরীরচর্চার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ, দূরবর্তী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্কুল বাসের ব্যবস্থা, বালক বালিকাদের পৃথক পৃথক হোস্টেলের ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান এবং বিশেষ গ্রুপ কোচিং এর ব্যবস্থা ছাড়াও আরো অনেক সুযোগ সুবিধা আমাদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে। বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ মিশনের প্রধান শিক্ষক বাপী প্রামানিক বলেন, আমরা ২০১৮ সাল থেকে বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ আপনাদের সহযোগিতা, ভালোবাসা আশীর্বাদকে সঙ্গে রেখে পথ চলা শুরু করেছিলাম। এবং বর্তমানে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাতটি বছর অতিক্রম করে অষ্টম বছরে পদার্পণ করতে যাচ্ছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও প্রতিটি ছাত্রছাত্রীরা সর্বদা মানন্নোয়নের সাথে সাথে সার্বিক উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার চেষ্টা করে গেছে। বিদ্যালয় কে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারব এই আশা রাখছি।

নির্যাতিতা শিশুর পরিবারের সাক্ষাতে জুনিয়র ডাক্তার দল

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: সাত বছরের শিশু কন্যার গোপনাঙ্গ নিগ্রহের অভিযোগ উঠল এবার মুর্শিদাবাদে, ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায় মুর্শিদাবাদের ডোমকলে। জানাযায় বৃহস্পতিবার ওই শিশু কন্যাকে বাড়ি থেকে চকলেট দেবো বলে ডেকে নিয়ে যায় তারই এক ৪৫ বছরের আত্মীয় ,যদিও অভিযুক্ত সম্পর্কে দাদু হয়।বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে যায় তারপর ওই শিশু কন্যার গোপনাঙ্গ নিগ্রহ করার চেষ্টা করে।তার পরেই ওই কন্যা শিশু তার মাকে পুরো বিষয় বলে দেয় ঘটনার পর শোরগোল পড়ে যায় গোটা এলাকায়।

শিশু কন্যার মায়ের অভিযোগ, এবার প্রথম নয় এর আগেও দুই-তিনবার এইরকম ঘটনা ঘটিয়েছে ওই ব্যক্তি। কিন্তু বাড়িতে বলে দেব বললেই চকলেটের লোভ দেখাতো ওই ব্যক্তি। বছর ৪৫ এর ওই ব্যক্তিকে ঘটনার কথা বলতে গেলে, তিনি জবরদস্তি কথা বলেন এবং উল্টো চাপ দিতে থাকেন। তারপরেই আইনের দ্বারস্থ হয় পরিবারের লোকজন। ঘটনায় গ্রেফতার হয় অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি। গ্রেফতার করে ডোমকল থানার পুলিশ।

ঘটনার একদিন পর রবিবার সন্ধ্যায় রাজ্যর জুনিয়র চিকিৎসক সংগঠনের তিন জনের একটি প্রতিনিধি দল। পরিবারের কাছে আসেন এবং কথা বলেন সবরকম সহযোগিতা করা হবে,এদিনের প্রতিনিধি দলে ছিলেন অরিন্দম ঘোষ ছিলেন অভয়া আন্দোলনের সদস্য, আর্য সেন গুপ্ত ছিলেন মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসক, অম্লান চৌধুরী,এদিনের প্রতিনিধি দলের কথাতে খুশি নির্যাতিতার পরিবার। যদিও সকলেই অভিযুক্তের ফাঁসির দাবি জানান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

চালের দোকানে চুরিকে ঘিরে চাঞ্চল্য!

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: পুরনো পুলিশ ক্যাম্প অফিসের কাছে বাজারের এক কোনে এক ব্যবসায়ীর চালের দোকানে চুরির অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। জানা যায় জয়নগর থানার মহিষমারি পুরানো পুলিশ ক্যাম্পের কাছে মহিষমারি বাজারের এক কোনে ইসমাইল সরদার নামে এক ব্যবসায়ীর চালের দোকানে চুরি হওয়ার অভিযোগ উঠলো।রবিবার এবিষয়ে ইসমাইল সরদার বলেন,আমি আজ সকালে দোকানে এসে দেখি আমার দোকান ভেঙে চাল ও নগদ টাকা চুরি করে নিয়ে গেছে দুস্কৃতীরা।আমি মহিষমারি ক্যাম্পে পুরো ঘটনাটা জানিয়েছি।

বাজারের এই দিকে কোনো সিসিটিভি না থাকায় অপরাধীরা অপরাধ করে চলেছে। আমি সহ এই বাজারের ব্যবসায়ীরা চায় প্রশাসনের তরফে পুরো বাজার এলাকা সিসিটিভির আওতায় আনা হোক। পুলিশ পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

তৃণমূল নেতাকে ‘তোলা’ না দেওয়ায় দোকানে আগুন, চলল গুলিও

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: তোলা না দেওয়ায় দোকানদারকে মারধর করে দোকানে আগুন লাগিয়ে দিল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতরা। ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিকের অভিযোগ, শনিবার রাত এগারোটা নাগাদ আজিমগঞ্জ জংশন রেলস্টেশনের বাইরে একটি খাবারের স্টলে তোলা চাইতে যায় স্থানীয় তৃণমূল পরিচালিত হকার্স ইউনিয়নের নেতা লালু প্রসাদ সহ তার দলবল। এর আগেও বিভিন্ন সময় তোলা নিয়ে যেত তারা। এদিন দোকান মালিক তোলা দিতে অস্বীকার করলে তাদের বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে তারা দোকান ছেড়ে পালিয়ে যায়। রবিবার ভোররাতে দোকানে কেউ না থাকায় দোকান লুটপাট করে আগুন ধরিয়ে দেয় তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীরা। এই ঘটনায় লালু প্রসাদ সহ মোট তিনজনের নামে জিয়াগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিক।

অন্যদিকে অভিযুক্ত লালু প্রসাদের পাল্টা দাবি, এলাকা দখল কে কেন্দ্র করে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বাগবিতণ্ডা হয়। পরে তৃণমূলের অপরপক্ষের কর্মী মনোজ যাদবের অনুগামী সনু চৌধুরী লালু প্রসাদকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় প্রাণে বাঁচে সে। শনিবার রাতেই জিয়াগঞ্জ থানায় লালু প্রসাদ পাঁচ জনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযুক্ত সনু চৌধুরী ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিকের ছেলে।

এবিষয়ে লালু প্রসাদ বলেন, ‘আমাকে প্রাণে মেরে এলাকা দখল নেওয়া তাদের মূল লক্ষ্য, তাই নিজেদের একটি ছোট্ট দোকানে আগুন লাগিয়ে আমার নামে মিথ্যে মামলা সাজাতে চাইছে।’

অন্যদিকে সনু চৌধুরীর বাবা অজিত চৌধুরী বলেন, মাঝেমধ্যেই আমার দোকানে তোলা নিতে আসে লালু সহ তার দলবল। এদিন তোলা দিতে অস্বীকার করায় আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে মারধর করা হয়। পরে রাত্রি সাড়ে এগারোটা নাগাদ লালু সহ তার দলবল এসে দোকান লুটপাট করে ভাঙচুর চালায়, আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় দোকানে। এই ঘটনায় মনোজ যাদবের কাছে বিচার প্রার্থী হয়ে যায় আমার ছেলে সনু। পরে পার্টি অফিসে কি হয়েছিল আমার জানা নেই।’

সোনুর মা সুনয়না চৌধুরী বলেন, ‘ওরা দোকান ভাঙচুর করে এখন আমার ছেলের উপর দোষারোপ করছে, সে নাকি গুলি চালিয়েছে। আমরা গরীব মানুষ গুলি কোথায় পাবো?’

যদিও এবিষয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা অস্বীকার করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। জুয়া খেলাকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগত বিবাদ বলে দাবি তৃণমূলের।

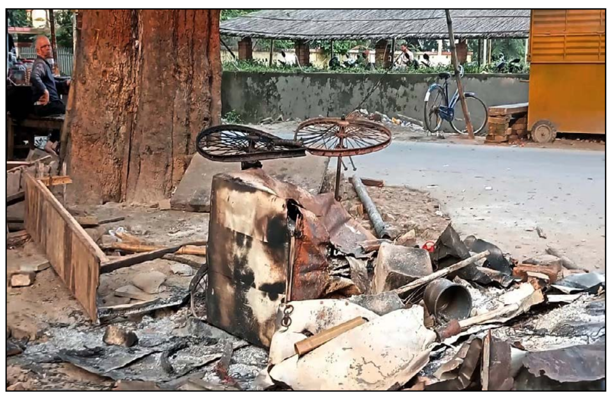

অজানা জ্বরের হদিস মিলল কলাইবাড়িতে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: সীমান্তবর্তী এলাকার কলাইবাড়িতে অজানা জ্বরের অবশেষে হদিস মিলল চিকনগুনিয়া নামে রোগ। স্বাস্থ্য দপ্তর তরফ থেকে জানানো হয় ওই এলাকায় ধরা পড়েছে চিকনগুনিয়া রোগ! হবিবপুর ব্লকের শ্রীরামপুর অঞ্চলের কলাইবাড়ি এলাকায় বর্তমানে ২৪ জনের দেহে চিকনগুনিয়া রোগের ভাইরাস পাওয়া গিয়েছে । উল্লেখ্য, মালদার হবিবপুর ব্লকের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের শ্রীরামপুর অঞ্চলের কলাইবাড়ি এলাকায় গত তিন মাস ধরে অজানা জ্বর নিয়ে আতঙ্ক বাড়ছিল। গ্রামের বহু মানুষ জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন। দু-তিন জ্বর থাকার পর আক্রান্তরা সুস্থ হয়ে উঠলেও, গায়ে-হাতে ব্যথা হচ্ছিল। ব্যথার কারণে হাঁটা চলা, ওঠা-বসায় সমস্যা হচ্ছিল। যা নিয়ে রীতিমতো চিন্তায় পড়েছিল জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। তাই জ্বরের ধরন জানতে ৫০ জনের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে বাইরে পাঠানো হয়েছিল পরীক্ষার জন্য। সম্প্রতি সেই পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পেয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। তাতেই কলাইবাড়ি এলাকার মোট ২৪ জনের দেহে মিলেছে চিকনগুনিয়ে রোগের ভাইরাস। এই প্রসঙ্গে জেলা মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুদীপ্ত ভাদুড়ি জানিয়েছেন, মালদায় এই প্রথম একটি এলাকায় একসঙ্গে এতজনের দেহে চিকনগুনিয়ে জ্বরের ভাইরাস ধরা পড়েছে। যা মূলত ডেঙ্গুর জীবাণুবাহী এডিস মশা থেকেই ছড়ায়। তাই এই বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে। কোনমতেই বাড়ি বা বাড়ির আশপাশে জল জমতে দেওয়া যাবেনা। ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি ব্যবহার করতে হবে। শরীর ঢাকা পোশাক পরতে হবে।

তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য খুন

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূম জেলায় শান্তিনিকেতন থানা এলাকায় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যকে পিটিয়ে খুন করা হয় বলে জানা গেছে। কিন্তু খুনের কারন এখনো জানা যায়নি। কংকালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য সমীর থান্দারের (৪৫) দেহ পাশের গ্রাম উত্তরনারায়ণপুরে পরে থাকতে দেখা যায়। ঘটনাটি ঘটে রাত্রে। পরিবারের লোকজনরা জানান প্রথমে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। পরে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা হয় ওই পঞ্চায়েত সদস্যকে। রবিবার দুপুরে তাঁর মৃত্যু হয়।

শেষ মুহূর্তে নাটকীয় হার মেসিদের

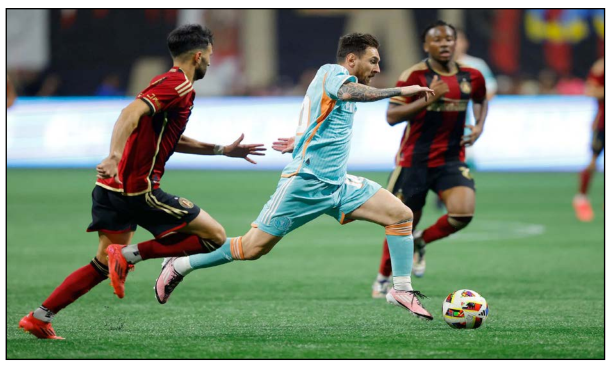

আপনজন ডেস্ক: প্রথম প্লে-অফে ২-১ গোলে জেতায় মঞ্চটা প্রস্তুতই ছিল। আজ আটলান্টার মাঠে জিতলেই নিশ্চিত হয়ে যেত এমএলএস কাপে ইস্টার্ন কনফারেন্সের প্লে-অফে ইন্টার মায়ামির সেমিফাইনাল। সে লক্ষ্যে ইন্টার মায়ামির শুরুটাও ছিল ইতিবাচক। প্রথমার্ধে ডেভিড মার্তিনেজের গোলে ১-০ ব্যবধানে এগিয়েও গিয়েছিল তারা। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের ঝড়ে কিছুটা এলোমেলো হয়ে গেল লিওনেল মেসিদের স্বপ্ন। ৫৮ মিনিটে ডেরিক উইলিয়ামসের গোলে পিছিয়ে যাওয়ার পর যোগ করা সময়ের গোলে হেরেই যায় মায়ামি। শেষ মুহূর্তে মেসিদের ২-১ গোলের হারের স্বাদ দেওয়া গোলটি করেন শান্ডে সিলভা। এই ম্যাচে আটলান্টার জয়ে তিন ম্যাচের প্লে-অফ সিরিজের শেষ ম্যাচটা এখন নকআউটে পরিণত হয়েছে। ১০ নভেম্বরের সেই ম্যাচে যারাই জিতবে, সেমিফাইনালের টিকিট কাটবে তারাই। আটলান্টার মাঠ মার্সিডিজ বেঞ্জ স্টেডিয়ামে মেসিদের খেলা উপভোগ করতে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৬৯ হাজার দর্শক। উন্মাতাল দর্শকদের সামনে শুরু থেকেই আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণে জমে ওঠে ম্যাচ। ৩ মিনিটের মাথায় দারুণ একটি সুযোগ এসেছিল মায়ামির সামনে। তবে গোলরক্ষকের দৃঢ়তায় সে যাত্রায় বেঁচে যায় আটলান্টা। ২২ মিনিটে দারুণ একটি আক্রমণ গড়ে প্রতিপক্ষের বক্সে ঢুকে পড়েন মেসি। কিন্তু ফিনিশিং ঠিকঠাক না হওয়ায় পাওয়া হয়নি কাঙ্ক্ষিত গোলটি। ২৫ মিনিটে কাছাকাছি গিয়েও গোল পায়নি আটলান্টা। ২৮ মিনিটে বক্সের বাইরে আটলান্টার আলেক্সেই মিরানচুকের দারুণ একটি প্রচেষ্টা রুখে দেন মায়ামি গোলরক্ষক। ৪০ মিনিটে গোলরক্ষকের হাস্যকর ভুলে গোল খেয়ে বসে আটলান্টা। গোল কিক নিতে গিয়ে তিনি বল তুলে দেন মায়ামির ফেদেরিকো রেডোন্ডোর পায়ে। আলতো পাসে রেডোন্ডো বল বাড়ান মার্তিনেজকে। বক্সের বাইরে থেকে শট নিয়ে গোল করে মায়ামিকে এগিয়ে দেন এই সেন্টারব্যাক। বিরতির পরপর ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ এসেছিল মায়ামির সামনে। যদিও গোলরক্ষকের সতর্কতায় বেঁচে যায় আটলান্টা। ৫৫ মিনিটেও সহজ সুযোগ হাতছাড়া করে মায়ামি। তবে মায়ামি না পারলেও ৫৮ মিনিটে গোল করে সমতায় ফেরে আটলান্টা। ফ্রি-কিক থেকে বল পেয়ে দারুণ এক হেডে লক্ষ্যভেদ করেন উইলিয়ামস। এরপর এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে দুই দলই। সহজ সুযোগও এসেছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে গোল পায়নি কোনো দলই। শেষ পর্যন্ত যোগ করা সময়ে বাজিমাত করে আটলান্টা। দারুণভাবে গড়া দলীয় এক আক্রমণ থেকে বক্সের বাইরে বল পান সিলভা। অসাধারণ এক শটে গোল করে দলকে কাঙ্ক্ষিত জয় এনে দেন এই পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। দারুণ এই জয়ে এখন সেমিফাইনালের আশা বেশ ভালোভাবেই বেঁচে থাকল আটলান্টার। এখন শেষ ম্যাচে মেসিদের বিপক্ষে আরেকটি জয়ের অপেক্ষা।

কোচের সঙ্গে বিতণ্ডার পর চুক্তি বাতিল মার্সেলোর

আপনজন ডেস্ক: কোচের সঙ্গে বিতণ্ডায় জড়ানোর পর ব্রাজিলিয়ান সিরি আর ক্লাব ফ্লুমিনেন্সের সঙ্গে চুক্তি বাতিল হলো কিংবদন্তি ডিফেন্ডার মার্সেলোর। শনিবার পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে চুক্তি বাতিল করার কথা নিশ্চিত করেছে ফ্লুমিনেন্স। যদিও কী কারণে চুক্তি বাতিল হয়েছে, সেটা আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়নি ক্লাবটি। চুক্তি বাতিলের কারণ আনুষ্ঠানিকভাবে জানা না গেলেও কোচের সঙ্গে মার্সেলোর বিতণ্ডার ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। গত শুক্রবার রিও ডি জেনিরোর মারাকানা স্টেডিয়ামে গ্রেমিওর বিপক্ষে ২-২ গোলে ড্র হওয়া ম্যাচে ঘটেছে ঘটনাটি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, নির্ধারিত সময়ের শেষ দিকে বদলি হিসেবে নামার জন্য সাইডলাইনে এসে দাঁড়িয়েছেন মার্সেলো। তখন কাঁধে হাত রেখে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন ফ্লুমিনেন্স কোচ মানো মেনেজেস। মাঠে নামার আগমুহূর্তে মেনেজেসকে উদ্দেশ করে কিছু একটা বলতে দেখা যায় মার্সেলোকে। সে কথা শুনেই খেপে যান মেনেজেস। তখন উত্তপ্ত হয়ে মার্সেলোর উদ্দেশ্যে কিছু বলতে দেখা যায় ফ্লুমিনেন্স কোচকে। একপর্যায়ে মার্সেলোকে হাত দিয়ে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেন মেনেজেস এবং অন্য একজন খেলোয়াড়কে (জন কেনেডি) ইশারা করে ডাক দেন। এরপর মার্সেলো গিয়ে বেঞ্চে বসে পড়েন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই পরবর্তী সময় দুই পক্ষের চুক্তি বাতিলের খবর সামনে আসে। চুক্তি বাতিলের পর মার্সেলো এখন ফ্রি এজেন্ট। এদিকে সেই ঘটনা নিয়ে ম্যাচ শেষে নিজের মন্তব্যও জানান মেনেজেস। রিয়াল মাদ্রিদ কিংবদন্তি মার্সেলোকে কেন বদলি হিসেবে নামাতে গিয়েও নামাননি, সে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মেনেজেস বলেছেন, ‘আমি সে সময় মার্সেলোকে নামাতে যাচ্ছিলাম। তবে আমি এমন কিছু শুনেছি, যা আমার পছন্দ হয়নি। ফলে আমি আমার মন বদলে ফেলি।’ ২০০২ সালে ফ্লুমিনেন্সের বয়সভিত্তিক দল দিয়ে ফুটবলের যাত্রা শুরু করেন মার্সেলো। ২০০৫ সালে ক্লাবটির হয়ে পেশাদার ফুটবলেও অভিষেক হয় তাঁর। ২০০৭ সালে চলে যান রিয়াল মাদ্রিদে। যেখানে ১৫ বছরে মার্সেলো জিতেছেন ২৫টি ট্রফি। রিয়াল থেকে অলিম্পিয়াকোস হয়ে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে আবার ফেরেন শৈশবের ক্লাব ফ্লুমিনেন্সে। শুধু এটুকুই নয়, দুই মাস আগে ফ্লুমিনেন্সের ট্রেনিং সেন্টারের নামও করা হয় তাঁর নামে। কিন্তু সেই ক্লাবেই শেষটা আর ভালো হলো না মার্সেলোর। যদিও চুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত মার্সেলো ও ফ্লুমিনেন্সের পারস্পরিক সম্পর্কে কোনো প্রভাব ফেলবে না বলে জানিয়েছে ক্লাবটি, ‘ফ্লুমিনেন্স ও মার্সেলোর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক এবং আত্মিক সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে। ফ্লুমিনেন্স মার্সেলোকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে এবং সব সময়ের মতো সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাঁকে সমর্থন দেবে।’

নিউজিল্যান্ডের কাছে পরপর তিনটি টেস্টে লজ্জার হার!

আপনজন ডেস্ক: মাত্র ১৪৭ রানের সহজ জয়ের লক্ষ্যে ছুটতে ব্যর্থ ভারত। আজাজ প্যাটেলের স্পিনের সামনে নাজেহাল হয়ে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ২৫ রানের হারল রোহিত শর্মার দল। তিন ম্যাচ টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ টিম ইন্ডিয়া। দীর্ঘ দুই যুগ পর ঘরের মাঠে স্বাগতিকরা হোয়াইটওয়াশের লজ্জায় ডুবল। মুম্বাই টেস্টে রোববার তৃতীয় ও শেষ দিনের লাঞ্চ বিরতির পর ঘণ্টা খানেকও মাঠে গড়ায়নি টেস্ট। টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নামা কিউইরা ২৩৫ রান তোলে। ভারত প্রথম ইনিংসে ২৬৩ রানের পুঁজি নিয়ে ২৮ রানের লিড পায়। সফরকারীরা দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭৪ রানে গুটিয়ে যায়। মাত্র ১৪৭ রানের লক্ষ্য তাড়ায় টিম ইন্ডিয়া ১২১ রানেই থেমে যায়। সর্বশেষ হ্যান্সি ক্রনিয়ের নেতৃত্বাধীন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২০০০ সালে ঘরের মাঠে হোয়াইটওয়াশ হয়েছিল ভারত। দুই ম্যাচের সেই টেস্ট সিরিজটির পর টানা ২৪ বছর এমন লজ্জার স্বাদ এশিয়ার দলটি পায়নি। এবার সেই ধারা ভেঙে গেল। প্রথমবার ঘরের মাঠে তিন বা তার বেশি সংখ্যক টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হয়েছে ভারত। ইংল্যান্ড (৪ বার), অস্ট্রেলিয়া (৩ বার), এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের (একবার) পর তিন বা তার অধিক ম্যাচ টেস্ট সিরিজে টিম ইন্ডিয়াকে হোয়াইটওয়াশ করা চতুর্থ দল হিসেবে আবির্ভূত হলো নিউজিল্যান্ড। বেশ বিপদে থেকেই তৃতীয় দিনের খেলা আরম্ভ করেছিল নিউজিল্যান্ড, দ্বিতীয় ইনিংসে দলটির স্কোর তখন ৯ উইকেটে ১৭১ রান। আর মাত্র তিন রান যোগ হতেই পড়ে যায় শেষ উইকেট। ভারতের জয়ের লক্ষ্য দাঁড়ায় দেড়শ রানেরও কম। স্কোরবোর্ডে ২৯ রান উঠতেই ৫ উইকেট উধাও! ষষ্ঠ উইকেটের পতন ঘটে ৭১ রানের মাথায়। রিশভ পান্ট স্রোতের বিপরীতে বুক চিতিয়ে ওয়ানডে মেজাজের ব্যাটিংয়ে ফিফটির দেখা পান। ৫৭ বলে ৯ চার ও এক ছক্কায় খেলেন ৬৪ রানের ইনিংস। কিউই স্পিনার আজাজ প্যাটেলের বলে উইকেটরক্ষকের গ্লাভসে ধরা পড়লে প্যান্ট ফিরলে কার্যত ভারতের জয়ের আশা শেষ হতে থাকে। ফিল্ড আম্পায়ার আউট না দিলেও ব্ল্যাক ক্যাপসরা রিভিউতে সফলতা পায়। যদিও পান্ট দাবি করছিলেন বল তার প্যাডে লেগেছিল। অসন্তোষ প্রকাশ করেই ক্রিজ ছাড়েন। এরপর ভারতের শেষ তিন উইকেট তুলে নিয়ে ৩-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ জয়ের আনন্দে মাতে নিউজিল্যান্ড। টিম ইন্ডিয়ার ড্রেসিং রুমে থাকা সকলের মুখে তখন রাজ্যের অন্ধকার। দুই ইনিংস মিলিয়ে ১১ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হন আজাজ প্যাটেল। ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ব্যাট হাতে তিন ম্যাচে ২৪৪ রান পাওয়া উইল ইয়াং হন সিরিজসেরা।

পন্তের আউট নিয়ে রোহিত: আমি জানি না

আপনজন ডেস্ক: ‘জীবন মানে একটার পর একটা মৌসুম। খারাপ সময়ে মনে রাখবেন, উন্নতি একটি চক্রের মতো। বাজে সময়টা এই ভেবে মেনে নিন যে সেটি আপনাকে আরও বড় কিছুর জন্য প্রস্তুত করছে।’ কোনো মনীষীর নয়, এই বাণী ঋষভ পন্তের। মুম্বাই টেস্টে হারের পর পোস্ট করেছেন নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে। পন্তের এমন উপলব্ধির কারণ এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনার জানা। মুম্বাই টেস্টে আজ তৃতীয় দিনে নিউজিল্যান্ড ও জয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন পন্ত। অন্যভাবে বললে, নিউজিল্যান্ডের ইতিহাস গড়ার পথে একমাত্র ‘কাঁটা’ হয়ে ছিলেন ভারতের এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান। সেই কাঁটা উপড়েই ম্যাচটা ২৫ রানে জিতেছে নিউজিল্যান্ড। তাতে শুধু এই টেস্টেই নয়, ঘরের মাঠে ন্যূনতম তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজেও প্রথমবারের মতো হারল ভারত। অথচ পন্ত ক্রিজে থাকলে কঠিনই হতো তা। সেটি পারেননি বলেই বাজে সময় পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার এই আত্মোপলব্ধিমূলক পোস্ট। কিন্তু পন্ত কেন ক্রিজে থাকতে পারেননি, তা নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে। এবি ডি ভিলিয়ার্স যেমন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, ‘বিতর্ক! আবারও (ডিআরএসে) কিছু ধোঁয়াশা দেখা গেল। পন্ত কি ব্যাটে লাগিয়েছিল, নাকি না? সমস্যা হলো, বল যখন ব্যাট পেরিয়ে যাচ্ছিল, একই সময়ে ব্যাটার (ব্যাট) প্যাডে লাগিয়েছে। স্নিকো শুধু শব্দটাই ধরবে। কিন্তু আমরা কতটা নিশ্চিত, সে (ব্যাটে বল) লাগিয়েছে? সব সময় এই দুশ্চিন্তাই করেছি এবং এমন সময়ে ঘটনাটি ঘটল, যেটা একটি বড় টেস্ট ম্যাচের খুব গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। হটস্পট কোথায়!?’ খুব গুরুত্বপূর্ণ বললেও আসলে কম হয়। সম্ভবত এই টেস্টেরই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ছিল সেটি। ১৪৭ রান তাড়া করতে নেমে ২৯ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল ভারত। পন্ত ষষ্ঠ ও সপ্তম উইকেটে রবীন্দ্র জাদেজা ও ওয়াশিংটন সুন্দরের সঙ্গে জুটি গড়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার পথে ছিলেন। জাদেজার সঙ্গে ৫৩ বলে ৪২ রানের জুটিতে পন্তের অবদান ৩১ বলে ৩২। ওয়াশিংটনের সঙ্গে ৩৪ বলে ৩৫ রানের জুটিতে ২৩ বলে ২৬। জয় থেকে ভারত যখন ৪১ রানের দূরত্বে, তখন পন্তের ওই আউট। তার আগপর্যন্ত লড়াইটা ছিল পন্ত বনাম নিউজিল্যান্ড। পন্তের আউটটি একবার স্মরণ করা যাক। ৫৭ বলে ৬৪ রানে ব্যাট করছিলেন। এজাজ প্যাটেলের বলে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে ডিফেন্স, বল জমা পড়ল উইকেটকিপারের হাতে। কিন্তু আউটের আবেদনে মাঠের আম্পায়ার সাড়া দেননি। রিভিউ নেন কিউই অধিনায়ক টম ল্যাথাম। ভিডিও রিপ্লেতে স্নিকো মিটার দেখে মনে হয়েছে, বল পন্তের ব্যাট স্পর্শ করে গেছে। তবে একই সময়ে পন্তের ব্যাট প্যাডেও লেগেছে। রিপ্লে দেখানোর সময় পন্ত মাঠে দুই আম্পায়ারকে কিছু একটা বোঝাচ্ছিলেন। কিন্তু তৃতীয় আম্পায়ারের নির্দেশে মাঠের আম্পায়াররা সিদ্ধান্ত পাল্টে আউট ঘোষণার পর পন্তের মুখের দিকে তাকানোই যাচ্ছিল না। ধীরপায়ে হাঁটতে হাঁটতে তাঁর ড্রেসিংরুমে ফেরার দৃশ্য দেখে মনে হয়েছে, এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে অনিচ্ছাকৃত যাত্রা! ম্যাচ শেষে ভারতের অধিনায়ক রোহিত কথা বলেছেন পন্তের বিতর্কিত আউট নিয়ে, ‘আউটটির বিষয়ে সত্যি বলতে, আমি জানি না। আমরা কিছু বললে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু অকাট্য প্রমাণ না থাকলে মাঠের আম্পায়ারের সিদ্ধান্তই বলবৎ থাকে। এটাই বলা হয়েছে আমাকে। তাই আমি জানি না, সিদ্ধান্তটি আসলে কীভাবে পাল্টানো হলো। কারণ, (মাঠের) আম্পায়ার তাকে আউট দেননি।’ রোহিত এরপর বলেছেন, ‘ব্যাট প্যাডের খুব কাছাকাছি ছিল। তাই আবারও বলছি, আমি ঠিক জানি না কথা বলার জন্য এটাই সঠিক বিষয় কি না। এটা আম্পায়ারদেরও ভাবার বিষয়। বারবার তারা মত না পাল্টে সব দলের জন্যই একই নিয়ম থাকুক।’ এর আগেও পন্তকে আউটের সুযোগ পেয়েছিল নিউজিল্যান্ড। ভারতের স্কোর যখন ৫ উইকেটে ৫৯, প্যাটেলের বলে এলবিডব্লু হয়েছিলেন পন্ত। আম্পায়ার যেমন আউট দেননি, তেমনি নিউজিল্যান্ডও রিভিউ নেয়নি।

বহড়ুতে দুদিনের রবার বল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করলেন সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বহড়ু

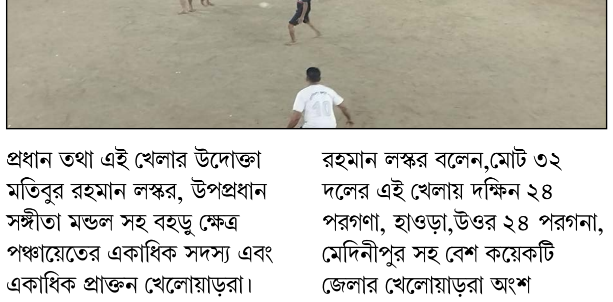

আপনজন ডেস্ক: একটি মানুষের শারীরিক বিকাশ ঘটাতে ও সুস্থ সবল থাকতে নিয়মিত শরীরচর্চার প্রয়োজন আছে। আর খেলার মাধ্যমে শরীরচর্চা খুব ভালো হয়। আর সেই তাগিদকে সামনে রেখে জয়নগর থানার বহড়ুর হাসিমপুর কল্যাণ সংঘ বেশ কয়েক বছর ধরে রবার বল খেলা প্রতিযোগিতা করে আসছে। আর শনিবার রাতে তাদেরই উদ্যোগে হাসিমপুর প্রাইমারী স্কুলের মাঠে দুদিনের দিবারাত্রি রবার বল খেলা হয়ে গেল। শনিবার রাতে আতসবাজি ফাটিয়ে রবার বলে শট মেরে এই খেলার উদ্বোধন করলেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক,বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তথা এই খেলার উদোক্তা মতিবুর রহমান লস্কর, উপপ্রধান সঙ্গীতা মন্ডল সহ বহড়ু ক্ষেত্র পঞ্চায়েতের একাধিক সদস্য এবং একাধিক প্রাক্তন খেলোয়াড়রা। হাসিমপুর কল্যাণ সংঘ ও দক্ষিন ২৪ পরগনা একাদশের মধ্যে প্রথম প্রীতিম্যাচ দিয়ে এই খেলার সূচনা হয়। এ ব্যাপারে রবিবার সকালে খেলা পরিচালন কমিটির উদ্যোক্তা তথা পঞ্চায়েত প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর বলেন,মোট ৩২ দলের এই খেলায় দক্ষিন ২৪ পরগণা, হাওড়া,উওর ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর সহ বেশ কয়েকটি জেলার খেলোয়াড়রা অংশ নেন।দক্ষিন ২৪ পরগনার সবচেয়ে বড় এই খেলার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে রবিবার রাতে। আর এই খেলা দেখতে জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে কয়েকহাজার দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

জরিমানা থেকে মুক্তি, কিন্তু এএফসির শাস্তির খাড়া ঝুলছে মোহনবাগানের

আপনজন ডেস্ক: যুদ্ধ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে ফুটবলারদের নিরাপত্তার কথা ভেবে ইরানে খেলতে যায়নি মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। সে কারণে আর্থিক জরিমানার পাশাপাশি এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২ থেকেও বাদ পড়তে হয়েছিল তাদের। তবে এবার এএফসি-র সিদ্ধান্তে কিছুটা স্বস্তি পেল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আর্থিক জরিমানার রাস্তা থেকে সরে এল এএফসি। তবে এই মরশুমে আর এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-তে খেলতে পারবে না সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। শনিবার মোহনবাগানের তরফে একটি বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, আজ এএফসির তরফে বার্তা দেওয়া হয়েছে যে সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের তরফে যে আবেদন করা হয়েছিল, সেটাকে ‘অভূতপূর্ব পরিস্থিতি’ (অনুমান করা যায় না এমন পরিস্থিতি, যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে) হিসেবে চিহ্নিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এএফসি কম্পিটিশন কমিটি। আর সেই পরিস্থিতিতে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-র নিয়মাবলীর ৫.৭ ধারা অনুযায়ী মোহনবাগানকে আর্থিক জরিমানার মুখে পড়তে হবে না। কিন্তু এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-র নিয়মাবলীর ৫.৫ ধারা এবং ৫.৬ ধারা অনুযায়ী ‘অভূতপূর্ব পরিস্থিতি’ হলেও মোহনবাগান চলতি মরশুমে সেই প্রতিযোগিতায় আর খেলতে পারবে না।

এএফসি-র বিরুদ্ধে তবু উঠছে চূড়ান্ত পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ। গত ২ অক্টোবর ইরানে ট্র্যাক্টর এফসির বিরুদ্ধে খেলতে যাওয়ার কথা ছিল মোহনবাগানের। কিন্তু সেইসময় ইজরায়েল এবং ইরানের সংঘাতের জেরে যে যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তাতে ম্যাচটি পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। আর যেদিন মোহনবাগানের ম্যাচ ছিল, ঠিক সেদিনই ইজরায়েলের দিকে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছিল ইরান। মোহনবাগান খেলতে না যাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই বিবৃতি জারি করে মোহনবাগানকেই এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২ থেকে বের করে দেয় এএফসি। সেই এএফসিই আবার মোহনবাগানের গ্রুপে থাকা তাজিকিস্তানের ক্লাব রাভশানকে ইরানে যেতে হবে না বলে জানায়। ২৩ অক্টোবর ইরানে যে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে যাওয়ার কথা ছিল রাভশানের, সেটাকে তাজিকিস্তানের ক্লাব দলের হোম ম্যাচ করে দেয় এএফসি। এতেই চটেছিলেন মোহনবাগান সমর্থকরা। তবে এশিয়ার ফুটবলের নিয়ামক সংস্থার আজকের সিদ্ধান্তে কিছুটা হলেও স্বস্তি পেলেন তাঁরা।

মেসি নয়, রাফিনিয়াকে ইয়ামাল মনে করিয়ে দেন নেইমারের কথা

আপনজন ডেস্ক: ১৭ পেরোনোর আগেই বার্সেলোনা তারকা লামিনে ইয়ামাল এখন বৈশ্বিক তারকা। বার্সেলোনার জার্সিতে হোক কিংবা স্পেনের, ইয়ামাল রীতিমতো অপ্রতিরোধ্য। মাঠে তাঁর পায়ে বল মানেই দারুণ কিছুর সম্ভাবনা। ড্রিবল, নিয়ন্ত্রণ, শুটিং কিংবা ফিনিশিং—সব দিক থেকেই ইয়ামাল অনন্য। কিছুদিন আগেই ইউরোতে স্পেনকে শিরোপা জিততে সহযোগিতা করেছেন এই উইঙ্গার। এরপর নতুন মৌসুমের শুরু থেকেও ইয়ামাল অনবদ্য। বার্সার জার্সিতে এরই মধ্যে চ্যাম্পিয়নস লিগে বায়ার্ন মিউনিখকে এবং লা লিগায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদকে হারাতে বড় ভূমিকা রেখেছেন ইয়ামাল। মৌসুমে এখন পর্যন্ত সব মিলিয়ে ১৪ ম্যাচে ৬ গোল ও ৭ অ্যাসিস্ট করেছেন কৈশোরের বৃত্তে থাকা এই ফুটবলার। এমন নজরকাড়া পারফরম্যান্সের কারণে অনেকেই ইয়ামালকে তুলনা করছেন লিওনেল মেসির সঙ্গে। খেলার ধরনের সঙ্গে মিল থাকার কারণেই মূলত এমন তুলনা। ইয়ামালের বাবা মৌনির নাসরাউয়ির অবশ্য তাঁকে তুলনা করেছিলেন ডিয়েগো ম্যারাডোনার সঙ্গে। ইয়ামালের সতীর্থ রাফিনিয়া অবশ্য ভিন্ন এক তারকার সঙ্গে তুলনা করেছেন ইয়ামালের। মেসি বা ম্যারাডোনা নন, রাফিয়ানকে ইয়ামাল মনে করিয়ে দেন নেইমারের কথা। এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম ‘এল পাইস’কে এক সাক্ষাৎকারে রাফিনিয়া বলেন, ‘লামিনে (ইয়ামাল) আমাকে মেসির চেয়ে নেইমারের কথাই বেশি মনে করিয়ে দেয়। যেভাবে সে ড্রিবল করে সেই স্টাইলটা।’ এর আগে ইয়ামালকে ম্যারাডোনার সঙ্গে তুলনা করে তাঁর বাবা বলেছিলেন, ‘দারুণ ছেলে, তুমি আমাকে কিংবদন্তি আরমান্দো ম্যারাডোনাকে মনে করিয়ে দিয়েছ।’ অন্যদিকে কিছুদিন আগে বার্সা কোচ হান্সি ফ্লিক ইয়ামালকে মেসির মতো হতে হলে কী করতে হবে, সেই পরামর্শও দিয়েছিলেন। তবে মেসি, নেইমার ও ম্যারাডোনার ছায়া পেরিয়ে ইয়ামাল হয়তো নিজের মতোই হতে চাইবেন। সেই পথে যে তিনি দারুণভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন, এটুকু অন্তত বলাই যায়।

নামী, তবে দামি নয়
নিকটবর্তী ফার্নিচার দোকানে আজই খোঁজ করুন
ডিজিটাল প্রিন্টেড আলমারি
নন-প্রিন্টেড কালার আলমারি
RIMEX
We Make Furniture For Needs
ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৭৩২৮৮০১১০
Since 2011
প্রিমিয়ার কোয়ালিটি
পাউডার কোটেড

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা
নাবাবীয়া মিশন
প্রাথমিক বিভাগ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক
মাইনান, খানাকুল, হুগলী -৭১২৪০৬
ADMISSION OPEN
বালক ও বালিকা আলাদা ক্যাম্পাস
আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন (প্রধান পৃষ্ঠপোষক, নাবাবীয়া মিশন)
সেখ নুরুল হক - আই.এ.এস (চেয়ারম্যান একাডেমিক কাউন্সিল, নাবাবীয়া মিশন)
সেখ সাহিদ আকবার (সাধারণ সম্পাদক, নাবাবীয়া মিশন)
২০২৫ শিক্ষাবর্ষে তৃতীয় শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফর্ম দেওয়া চলছে।
(Online + Offline)
পরীক্ষার তারিখ - ৩ / ১১ / ২০২৪
রবিবার বেলা - ১২ টা
ফর্ম প্রাপ্তিস্থান - মিশন অফিস
www.nababiamission.org
Mob. 9732381000 / 9732086786

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**